ডাক্তার, তার স্ত্রী ও একটি ঘড়ি

আন্না ক্যাথারিন গ্রীণ

The Doctor, his Wife, and the Clock

Anna Katharine Green

Echo Library

www.BanglaBook.org

ডাক্তার, তার স্ত্রী ও একটি ঘড়ি

□ The Doctor, His Wife and the Clock □

আন্না ক্যাথারিন গ্রীণ

লাফায়েৎ প্লেস (নিউ ইয়র্ক সিটি)-র বাসভবনসমূহের অন্যতম একটি বাড়িতে ১৮৫১-র ১৭ই জুলাই তারিখে একটি কৌতূহল-উদ্দীপক দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

উচ্চ সম্মানের অধিকারী, সুপরিচিত নাগরিক মিঃ হ্যাজব্রুক তার নিজের ঘরে এক অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হন, এবং কোন রকম সাহায্য পাবার আগেই গুলিতে নিহত হন। তার খুনী সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় ; আর এই যে লোকটি কোন সহজ সুযোগ পেয়েই হোক আর সবিশেষ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই হোক এমন কোন চিহ্ন অথবা সূত্র রেখে যায় নি যার সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করা যেতে পারে, তাকে কেমন করে সনাক্ত করা যাবে সেটাই হচ্ছে পুলিশের সমস্যা।

এই ব্যাপারটা নিয়ে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল এবেনেজার এ্রাইস নামক এক যুবকের উপর, আর তার কথামত কাহিনীটা এই রকম ঃ

মধ্যরাত্রির পরে কোন এক সময় আমি যখন লাফায়েৎ প্লেসে হাজির হলাম, তখন দেখতে পেলাম আগাগোড়া পুরো ব্লকটাতেই আলো জ্বলছে। দলে দলে উত্তেজিত নরনারী খোলা দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে, আর এই ছবির মত সুন্দর আবাসনের সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড স্তম্ভগুলির ছায়ার সঙ্গে তাদের ছায়াও মিলেমিশে গেছে।

যে বাড়িতে খুনটা হয়েছিল সেটা ছিল সেই সারির বাড়িগুলোর প্রায় মাঝখানে অবস্থিত, আর সেখানে পৌঁছবার অনেক আগেই একাধিক সূত্র থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে পথের লোকজনদের কাছে বিপদ-সংকেতটা প্রথম দিয়েছিল একটি স্ত্রীলোকের আর্তনাদ, আর দ্বিতীয়বার দিয়েছিল বাড়ির বুড়ো চাকরের চীৎকার ; আধা পোশাক পরা অবস্থায় মিঃ হ্যাজব্রুকের ঘরের জানালা থেকে সে চীৎকার করে উঠেছিল "খুন ! খুন !"

কিন্তু বাড়ির চৌকাঠ পার হবার পর বাড়ির অধিবাসীদের কাছ থেকে যেটুকু অথবা জানতে পারলাম তার স্বল্পতায় আমি বিস্মিত হলাম। যে বুড়ো চাকরটি প্রথম কথা বলল তার কাছ থেকে খুন সম্পর্কে এইটুকুই মাত্র জানতে পারলাম।

পরিবারের লোকজন বলতে মিঃ হ্যাজব্রুক, তার স্ত্রী ও তিনটি চাকর। যথাসময়ে এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই তারা সে রাতের মত ঘুমতে গিয়েছিল। এগারোটার সময় সবগুলি আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, একমাত্র মিঃ হ্যাজব্রুক ছাড়া। অনেক বড় বড় ব্যবসায়িক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়, তাই মাঝে মাঝেই তিনি অনিদ্রারোগে ভোগেন।

www.BanglaBook.org

হঠাৎ মিসেস হ্যাজব্রুক চমকে জেগে উঠলেন। যে কথাগুলি তখনও তার কানে বাজছে সেগুলি কি তিনি স্বপ্নের ঘোরে শুনেছেন, না কি সত্যি সত্যি তার কানের কাছে উচ্চারিত হয়েছে? কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ, ত্রাস ও আশংকায় ভরা; তিনি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছেন যে এ সবই তার কল্পনার ফসল, এমন সময় দরজার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে এমন একটা শব্দ এল যেটা তিনি না পারলেন বুঝতে, না পারলেন ব্যাখ্যা করতে, কিন্তু এক দুর্বোধ্য আতংক তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে তার নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় হল এমন কি যে স্বামী তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে বলে তার ধারণা তার দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেবার সাহসও তার হল না। শেষ পর্যন্ত আরও একটা আশ্চর্য শব্দ তিনি শুনতে পেলেন, আর সেটা যে তার কল্পনামাত্র নয় সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। অতএব এবার তিনি স্বামীকে জাগিয়ে তুলতে গিয়েই আঁৎকে উঠে দেখলেন, তিনি বিছানায় একা, তার স্বামী ধারে কাছে কোথাও নেই।

এবার স্নায়বিক আতংকের চাইতেও বড় একটা কিছুর তাড়নায় মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে তিনি পাগলের মত অন্ধকারের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কিন্তু শুতে যাবার আগে মিঃ হ্যাজব্রুক সব পর্দা ও খড়খড়ি সযত্নে বন্ধ করে দেওয়ায় কিছুই দেখতে পেলেন না। ভীষণ ভয় পেয়ে তিনি মেঝেতে ভেঙে পড়ার উপক্রম করতেই ঘরের আর এক কোণে একটি মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন, আর পরক্ষণেই তার কানে এল একটা চাপা আর্তনাদ:

"ঈশ্বর! আমি কি করেছি!"

কণ্ঠস্বর অপরিচিত, কিন্তু তা শুনে সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই তার কানে এল অপসৃয়মান পদশব্দ, আর আগ্রহে কান পেতে তিনি শুনতে পেলেন পায়ের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কী যে ঘটে গেল তা যদি তিনি জানতেন—ঘরের ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে কি আছে সে বিষয়ে যদি তার মনে কোন সন্দেহ না থাকত—তাহলে হয় তো সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনামাত্রই তিনি বারান্দায় ছুটে যেতেন; যে জানালাটার সামনে তিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকেই বারান্দাটা বেরিয়েছে আর সেই বারান্দা থেকেই নীচের পলায়নপর মূর্তিটাকে তিনি দেখতে পেতেন। কিন্তু গাঢ় অন্ধকার তার কাছ থেকে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণা না থাকায় তার দুটো পা যেন মেঝেতেই আটকে রইল; আবার কখন যে তিনি সেখান থেকে চলতে শুরু করতেন তা কে জানে; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ি এন্টর প্লেসের পাশ দিয়ে চলে যাবার ফলে তার মনের মধ্যে একটা বন্ধুত্ববোধ জেগে উঠল, তাতেই তার মল্লমুগ্ধ ভাবটা কেটে গেল, তার দেহে শক্তি ফিরে এল, হাতের কাছের গ্যাসটা তিনি জ্বালিয়ে দিলেন।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল, চোখে পড়ল পরিচিত দেয়াল আর অতি-পরিচিত আসবাবপত্র: মুহূর্তকালের জন্য মিসেস হ্যাজব্রুকের মনে হল যে দুঃস্বপ্ন তার উপর চেপে বসেছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে ফিরে এসেছেন। কিন্তু

www.BanglaBook.org

পরমুহূর্তেই পূর্বেকার সেই ভয়টা ফিরে এল, ঘরের যে অংশটা তখনও তার কাছে লুকনো ছিল সেখানে যাবার জন্য বিছানার পায়ের দিকটা ঘুরে এগিয়ে যাবার কথা ভাবতেই তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল।

কিন্তু কোন বড় সংকটের সময় যে বেপরোয়াভাব মনে জাগে তারই ফলে তিনি যেন নতুন করে জেগে উঠলেন ; ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে সম্মুখের মেঝের উপর এক নজর তাকাতেই তার সব চাইতে বড় ভয়টাই তার সামনে প্রকট হয়ে উঠল—খোলা দরজার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার স্বামীর মৃতদেহ—একটা বুলেট বিঁধে তার কপালটা ফুঁটো হয়ে গেছে।

এত বড় আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই তার ডুকরে কেঁদে ওঠার কথা, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে তিনি নিজেকে সংযত করলেন, বাড়ির উপরতলায় ঘুমন্ত চাকরদের জন্য পাগলের মত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তিনি সব চাইতে কাছের জানালায় ছুটে গিয়ে সেটা খোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আলো ও শব্দ আটকাবার প্রচেষ্টায় মিঃ হ্যাজরুক খড়খড়িগুলোকে এত শক্ত করে বন্ধ করেছিলেন যে যতক্ষণে তিনি সেগুলি খুলতে পারলেন ততক্ষণে পলাতক খুনীর সব চিহ্ন রাস্তা থেকে উধাও হয়ে গেছে।

শোকে ও আতংকে অভিভূত অবস্থায় তিনি আবার ঘরে ঢুকলেন, আর তখনই তিনটি ভয়ার্ত চাকর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। তারা এসে খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়াতেই তিনি আঙুল বাড়িয়ে স্বামীর প্রাণহীন দেহটা দেখালেন, তারপরই যে বিপদ তার মাথায় ভেঙে পড়েছে বুঝি বা সেটাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেই হঠাৎ তিনি উদ্বাহু হয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়েই জ্ঞান হারালেন।

স্ত্রীলোক দুটি তাকে ধরতে ছুটে এল, কিন্তু বুড়ো খানসামা বিছানার উপর উঠে এক লাফে জানালায় উঠে গেল, এবং আর্ত চীৎকারে পথের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সেই ফাঁকে মিসেস হ্যাজরুকের জ্ঞান ফিরে এসেছে, মনিবের দেহটা সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে ; কিন্তু অপরাধীর খোঁজ-খবর কিছু করা হয় নি, বা এমন কোন তদন্তের কাজ হয় নি যাতে আততায়ীর কোন পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়।

বস্তুতঃ বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে সকলেই এই অপ্রত্যাশিত বিপদপাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে ; আর যেহেতু সম্ভাবিত খুনী সম্পর্কে কেউ কোনরকম সন্দেহের কথাই বলতে পারে নি তাই আমার আশু কর্তব্যটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

যথারীতি খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন দিয়েই আমার কাজ শুরু করেছিলাম। ঘরের মধ্যে অথবা মৃতদেহের অবস্থানে আমি এমন কিছুই দেখতে পাই নি যাতে এ যাবৎ আমি যতটা জেনেছিলাম তার সঙ্গে একটি বিন্দুও যোগ হতে পারে। মিঃ হ্যাজরুক যে বিছানায় শুয়েছিলেন, তিনি যে একটা শব্দ শুনে জেগে উঠেছিলেন, দরজায় পৌঁছবার আগেই যে তাকে গুলি করা হয়েছিল—এ সবই তো স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। আমাকে আরও কিছুদূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কিছুই পেলাম না।

www.BanglaBook.org

সূত্রের অপ্রতুলতার দরুণ পরিবেশের অতি সরলতাই আমার কর্মপন্থাকে এত বেশী কঠিন করে তুলেছিল যেরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাকে আগে কখনও করতে হয় নি।

হল-ঘরের ভিতরে এবং সিঁড়ির পথে তল্লাসী চালিয়ে কিছুই পাওয়া যায় নি; যে সব খিল ও হুড়কো দিয়ে বাড়িটাকে নিরাপদ করার চেষ্টা হয়েছিল সেগুলো পরীক্ষা করে আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি আততায়ী হয় সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছে, না হয় তো রাতের মত তাতে তালা লাগাবার আগেই সে বাড়ির ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে ছিল।

কম্পিতদেহ যে বুড়ো চাকরটি বাড়ির সর্বত্র আমাকে কুকুরের মত অনুসরণ করেছে তাকেই প্রথম বললাম, "একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের জন্য মিসেস হ্যাজব্রুককে একটু কষ্ট দিতে চাই।"

সে কোন আপত্তি করল না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে নিয়ে হাজির করল সদ্য বিধবাটির সামনে; পিছন দিকের একটা বড় ঘরে তিনি সম্পূর্ণ একা বসেছিলেন। আমি চৌকাঠ পার হতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন; আমি দেখতে পেলাম একটি সৎ, সাধারণ মুখ, শঠতার ছায়ামাত্রও সেখানে ছিল না।

আমি বললাম, "ম্যাডাম, আপনাকে বিরক্ত করতে আমি আসি নি। আমি মাত্র দুই-তিনটে প্রশ্ন করব, তার বেশী আপনার শোকে বিঘ্ন ঘটাব না। আমি শুনেছি গুলি করার আগে খুনী কয়েকটা কথা বলেছিল। সেই কথাগুলি আমাকে বলতে পারেন এতটা স্পষ্ট করে কি আপনি শুনেছিলেন?"

তিনি বললেন, "আমি গভীর ঘুমে ডুবে ছিলাম; মনে হয়েছিল আমি যেন স্বপ্ন দেখছি যে একটি হিংস্র, অপরিচিত কণ্ঠস্বর কোন এক স্থান থেকে কোন একজনকে চীৎকার করে বলল: 'আঃ! আপনি আমাকে আশা করেন নি!' এই কথাগুলি যে আমার স্বামীকেই বলা হয়েছিল তাও আমি বলতে পারি না, কারণ অপরের ঘৃণা উদ্রেক করার মত মানুষ তিনি ছিলেন না, আর যে মরণাত্মক গুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙেছিল সেই প্রসঙ্গে যে কণ্ঠস্বর এখনও আমার স্মৃতিতে ধ্বনিত হচ্ছে সে রকম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে একমাত্র অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ কোন মানুষই চীৎকার করে কথা বলতে পারে।"

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, "কিন্তু সে গুলিটা তো কোন কথার কাজ নয়। এই কথাগুলি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে অর্থপ্রাপ্তি ছাড়া আততায়ীর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তাহলে আপনার অবশ্যই কোন শত্রু ছিল, যদিও আপনার মনে কখনও সে সন্দেহটা জাগে নি।"

"অসম্ভব!" অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি স্থির উত্তরটি উচ্চারণ করলেন। যে লোক তাকে গুলি করেছে সে একটা সাধারণ চোর, খুনের দায়ে ধরা পড়বার ভয়েই চুরির মাল ফেলে পালিয়েছে। আমি নিজের কানে শুনেছি ভয়ে ও অনুশোচনায় সে চীৎকার করে বলে উঠল: "ঈশ্বর! আমি কী করেছি'!"

"সেটা কি আপনি বিছানা ছেড়ে যাবার আগে?"

"হ্যাঁ; সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দটা শোনার আগে আমি এক পাও নড়ি নি। ভয়ে ও আতঙ্কে আমি অবশ হয়ে পড়েছিলাম।"

www.BanglaBook.org

পরমুহূর্তেই পূর্বেকার সেই ভয়টা ফিরে এল, ঘরের যে অংশটা তখনও তার কাছে লুকনো ছিল সেখানে যাবার জন্য বিছানার পায়ের দিকটা ঘুরে এগিয়ে যাবার কথা ভাবতেই তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল।

কিন্তু কোন বড় সংকটের সময় যে বেপরোয়াভাব মনে জাগে তারই ফলে তিনি যেন নতুন করে জেগে উঠলেন : ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে সম্মুখের মেঝের উপর এক নজর তাকাতেই তার সব চাইতে বড় ভয়টাই তার সামনে প্রকট হয়ে উঠল—খোলা দরজার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তার স্বামীর মৃতদেহ—একটা বুলেট বিঁধে তার কপালটা ফুঁটো হয়ে গেছে।

এত বড় আঘাতের প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই তার ভুকরে কেঁদে ওঠার কথা, কিন্তু প্রবল ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে তিনি নিজেকে সংযত করলেন, বাড়ির উপরতলায় ঘুমন্ত চাকরদের জন্য পাগলের মত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তিনি সব চাইতে কাছের জানালায় ছুটে গিয়ে সেটা খোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আলো ও শব্দ আটকাবার প্রচেষ্টায় মিঃ হ্যাজব্রুক খড়খড়িগুলোকে এত শক্ত করে বন্ধ করেছিলেন যে যতক্ষণে তিনি সেগুলি খুলতে পারলেন ততক্ষণে পলাতক খুনীর সব চিহ্ন রাস্তা থেকে উধাও হয়ে গেছে।

শোকে ও আতংকে অভিভূত অবস্থায় তিনি আবার ঘরে ঢুকলেন, আর তখনই তিনটি ভয়ার্ত চাকর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। তারা এসে খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়াতেই তিনি আঙুল বাড়িয়ে স্বামীর প্রাণহীন দেহটা দেখালেন, তারপরই যে বিপদ তার মাথায় ভেঙে পড়েছে বুঝি বা সেটাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেই হঠাৎ তিনি উন্মাদ হয়ে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়েই জ্ঞান হারালেন।

স্ত্রীলোক দুটি তাকে ধরতে ছুটে এল, কিন্তু বুড়ো খানসামা বিছানার উপর উঠে এক লাফে জানালায় উঠে গেল, এবং আর্ত চীৎকারে পথের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সেই ফাঁকে মিসেস হ্যাজব্রুকের জ্ঞান ফিরে এসেছে, মনিবের দেহটা সুন্দরভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে ; কিন্তু অপরাধীর খোঁজ-খবর কিছু করা হয় নি, বা এমন কোন তদন্তের কাজ হয় নি যাতে আততায়ীর কোন পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়।

বস্তুতঃ বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে সকলেই এই অপ্রত্যাশিত বিপদপাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে ; আর যেহেতু সম্ভাবিত খুনী সম্পর্কে কেউ কোনরকম সন্দেহের কথাই বলতে পারে নি তাই আমার আশু কর্তব্যটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

যথারীতি খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন দিয়েই আমার কাজ শুরু করেছিলাম। ঘরের মধ্যে অথবা মৃতদেহের অবস্থানে আমি এমন কিছুই দেখতে পাই নি যাতে এ যাবৎ আমি যতটা জেনেছিলাম তার সঙ্গে একটি বিন্দুও যোগ হতে পারে। মিঃ হ্যাজব্রুক যে বিছানায় শুয়েছিলেন, তিনি যে একটা শব্দ শুনে জেগে উঠেছিলেন, দরজায় পৌঁছবার আগেই যে তাকে গুলি করা হয়েছিল—এ সবই তো স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। আমাকে আরও কিছুদূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কিছুই পেলাম না।

www.BanglaBook.org

"রাতে সদর দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে নিরাপত্তার জন্য আপনারা কি কেবলমাত্র ছিটকিনি-তালার উপরই ভরসা করতে অভ্যস্ত? আমি শুনলাম, বড় চাবিটা তালায় লাগানো ছিল না, আর দরজার তলাকার হুড়কোটাও লাগানো ছিল না।"

"দরজার তলাকার হুড়কো কোন দিনই লাগানো হয় না। মিঃ হ্যাজব্রুক এত ভাল মানুষ ছিলেন যে তিনি কাউকে অবিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যই বড় তালাটা লাগানো ছিল না। চাবিটা ঠিক মত কাজ না করায় কয়েক দিন আগে সেটা নিয়ে তিনি তালার কর্মকারের কাছে গিয়েছিলেন; সে চাবিটা ঠিক সময়ে ফেরৎ না দেওয়ায় তিনি হেসে বলেছিলেন, তার সদর দরজা খোলার কথা কেউ কোন দিন মনেও আনবে না।"

"আপনাদের বাড়িতে কি একাধিক রাত-চাবি আছে?" প্রশ্নটা এবার আমি করলাম।

মহিলা মাথা নাড়লেন।

"আর মিঃ হ্যাজব্রুক সর্বশেষ কখন চাবিটা ব্যবহার করেছিলেন?"

"আজ রাতে, যখন তিনি প্রার্থনা-সভা থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন", কথাটা বলেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

তার শোক এতই বাস্তব সত্য আর প্রিয়জনকে হারানোটাও এতই সাম্প্রতিক যে আর কোন প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করতে আমার সংকোচ হল। অতএব দুর্ঘটনার জায়গায় ফিরে গিয়ে আমি বারান্দায় নেমে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল। দুই পাশের প্রতিবেশীরা যার যার জানালায় জড় হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা রকম মন্তব্য-বিনিময় করছিল। কর্তব্যের খাতিরেই আমি দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই শুনতে পেলাম না; হয় তো তখনই আবার ঘরের মধ্যেই ঢুকে যেতাম কিন্তু আমার ডান দিকে দাঁড়ানো একটি মনোরমা নারীকে দেখে আকৃষ্ট হলাম। সে তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ছিল, আর স্বামীটি একটা অদ্ভুত স্থির দৃষ্টিতে সামনের একটা স্তম্ভের দিকে তাকিয়েছিল; লোকটি এগিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমি অবাক হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, আর তার পরেই বুঝলাম স্বামীটি অন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল যে এই সারিতেই একজন অন্ধ ডাক্তার বাস করে; ডাক্তারী বিদ্যা এবং অসাধারণ ব্যক্তিগত আকর্ষণ—দুটোর জন্যই তার সমান খ্যাতি; তদুপরি দুর্দশাগ্রস্ত লোকটির আকর্ষণে এবং তার প্রতি স্নেহময়ী যুবতী স্ত্রীটির সহানুভূতি লক্ষ্য করে আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভালবাসায় ভরা মৃদু অনুনয়ের সুরে স্ত্রী বলল:

"চলে এস কলস্ট্যান্ট; কাল আমাদের অনেক কর্তব্য আছে; অতএব সম্ভব হলে আজ কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নেওয়া তোমার উচিত।"

অন্ধ লোকটি স্তম্ভের ছায়া থেকে সরে আসায় বাতির উজ্জ্বল আলোয় এক মিনিটের জন্য আমি তার মুখটা দেখতে পেলাম। সে মুখ পাথরে খোদাই-করা এডোনিসের মুখের মতই, আর তেমনই সাদা।

গভীর অথচ চাপা দুঃখের মাপা স্বরে সে বলে উঠল, "হুম! দেয়ালের ওপাশে একটা

www.BanglaBook.org

খুন হবার পরেও !" এতই বিমূঢ় ভঙ্গীতে সে হাত দুটি বাড়াল যে তাতে আমার ঠিক পিছনের ঘরে সদ্য সংঘটিত অপরাধ আমার মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল সেটাই অতিমাত্রায় বেড়ে গেল।

স্বামীকে চলতে দেখে মহিলাটি নিজের হাতের মধ্যে তার একটা হাত নিয়ে সাদরে স্বামীকে নিজের কাছে টেনে নিল।

মুখে বলল, "এই পথে" ; তাকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে মহিলাটি জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল ; তার মনোরম উপস্থিতিকে হারিয়ে রাস্তাটাই যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল।

এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু সে সময় আমি ছিলাম ত্রিশ বছরের যুবক, নারীর সৌন্দর্য-রাজ্যের এক প্রজা অতএব বারান্দাটা ছেড়ে যেতে মন চাইল না ; মিঃ হ্যাজব্রুকের বাড়ি থেকে চলে যাবার আগে এই বিশিষ্ট দম্পতিটি সম্পর্কে কিছু জানবার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল।

যে কাহিনী শুনলাম সেটা খুবই সরল। ডাঃ জ্যাব্রিস্কি জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন না, ডিপ্লোমা পাবার কিছুদিন পরেই এক গুরুতর অসুখের ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্য অনেকের মত সেই দুরবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি স্থির করলেন চিকিৎসাবৃত্তিটাই চালিয়ে যাবেন, আর সে বৃত্তিতে তিনি এতদূর সফল হলেন যে শহরের একটি সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার কোনরকম অসুবিধাই হল না। বস্তুত, দৃষ্টিশক্তি হারাবার পরে তার বোধশক্তি এতদূর বৃদ্ধি পেল যে রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনি কদাচিৎ ভুল করতেন। এই কথাটা মনে রাখলে এবং তার সঙ্গে ডাঃ জ্যাব্রিস্কির ব্যক্তিগত আকর্ষণকে যোগ করলে তিনি যে অচিরেই একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক হয়ে উঠলেন যার উপস্থিতিই রোগীর পক্ষে সান্ত্বনাস্বরূপ এবং যার কথাই আইন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

অসুস্থ অবস্থাতেই তার বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারলেন এই অসুখের ফল কি হতে পারে, তখন সেই যুবতীটিকে তিনি এ ব্যাপারে সব রকম দায় থেকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মহিলাটি সে প্রস্তাব মানলেন না, তাদের বিয়ে হয়ে গেল। মিঃ হ্যাজব্রুকের মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে এসব ঘটেছিল, আর সেই পাঁচ বছরের তিনটি বছর তারা লাফায়েৎ প্লেসেই কাটিয়েছেন।

পাশের বাড়ির সুন্দরী মহিলার কথা এই পর্যন্তই থাক।

মিঃ হ্যাজব্রুকের আততায়ী সম্পর্কে কোন সূত্রই না থাকায় কাজ শুরু করবার মত কিছু তথ্য প্রমাণের জন্য স্বভাবতই আমি বিচারবিভাগীয় তদন্তের আশ্রয় নিলাম। কিন্তু এই দুর্ঘটনার অন্তরালে কোন বাস্তব ঘটনাই আছে বলে মনে হল না। মৃত ব্যক্তির অভ্যাস ও আচরণের সযত্ন বিশ্লেষণের ফলেও তার উপর্টীকথা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই জানা গেল না ; অথবা তার এবং তার স্ত্রীর অতীত জীবনের ইতিহাসের মধ্যেও এমন কোন গোপন কথা বা দায়বদ্ধতার কথা পাওয়া গেল না যেটা খুনের মত একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মের প্রেরণাস্থল হতে পারে। মিসেস হ্যাজব্রুক যে অনুমান করেছেন অর্থাৎ খুনী একটা সাধারণ চোর মাত্র, আর যে কথাগুলি থেকে গুলি করা ব্যাপারটাকে

www.BanglaBook.org

একটা প্রতিহিংসা সাধনের কাজ বলে মনে হতে পারত তাকেও তো তিনি বাস্তবে শোনার বদলে কাল্পনিক বলেই বেশী মনে করছেন, জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে সেটাকেই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছে। কিন্তু পুলিশ দীর্ঘ দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সবই পণ্ডশ্রম হল: কেসটা হয়ে থাকল সমাধানের অতীত একটা রহস্য।

কিন্তু রহস্য যত গভীর হয় আমার মন ততই বেশী করে সেটাকে চেপে ধরে, আর সমস্ত ব্যাপারটাকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে রাখার মাস পাঁচেক পরে আমি যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলাম: আমার কানে এই কথাগুলিই অবিরাম ধ্বনিত হতে লাগল:

"যে আর্ত চীৎকার মিঃ হ্যাজব্রুকের হিংসাত্মক মৃত্যুর বিপদ-সংকেত দিয়েছিল সেটা উচ্চারণ করেছিল কে?"

আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়লাম যে আমার কপালে ঘাম জমে উঠল। মিসেস হ্যাজব্রুক ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার কথা ভাবতেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে গেল যে, তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন স্বামীর মৃতদেহকে চোখের সামনে দেখেও তিনি কোনরকম আর্তনাদ করেন নি। কিন্তু কেউ না কেউ আর্তনাদ করেছিল, আর বেশ উচ্চৈঃস্বরেই করেছিল। তাহলে সে কে? নীচ থেকে হঠাৎ ডেকে পাঠানোয় চমকে উঠেছিল যে পরিচারিকা সে, না অন্য কেউ—অথবা অপরাধের কোন অনিচ্ছুক সাক্ষী যার সাক্ষ্যগুলি ভয় দেখিয়ে বা প্রভাব খাটিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্তের সময় চেপে দেওয়া হয়েছিল সে কি?

সেই গভীর রাতে একটা সম্ভাবিত সূত্রের আঁচ পেয়ে আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রথম সুযোগেই লাফায়েৎ ভেসে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জানতে পারলাম, সেই স্মরণীয় রাতে বুড়ো সাইরাস বিপদ-সংকেত দেবার ঠিক আগে অনেকেই একটা নারীকণ্ঠের কর্কশ আর্ত চীৎকার শুনতে পেয়েছিল: কিন্তু সেটা কার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা কেউ বলতে পারল না। অবশ্য একটা কথা তখনই স্থির হয়ে গেল। সেটা দাসী-মেয়েটির ভয়ের ফল নয়। দুটি মেয়েই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে বুড়ো সাইরাস চেঁচাতে চেঁচাতে জানালার দিকে ছুটে যাবার আগে তারা কোন রকম উচ্চবাচ্য করে নি, বা সেরকম কিছু শোনে নি। চীৎকারটা যেই করে থাকুক যেহেতু সেটা উচ্চারিত হয়েছিল তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার আগে, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে চীৎকারটা এসেছিল সামনের কোন জানালা থেকে, বাড়ির যেদিকে পরিচারিকাদের ঘর সেই পিছন দিক থেকে নয়। এমন কি হতে পারে যে পাশের কোন বাড়ি থেকে চীৎকারটা ভেসে এসেছিল, এবং—আমি আর ভাবতে পারলাম না, তখনই মনস্থির করে ফেললাম, ডাক্তারের বাড়িটা একবার ঘুরে আসতে হবে।

সে কাজে কিছুটা সাহসের দরকার ছিল, কারণ ডাক্তারের স্ত্রী বিচারবিভাগীয় তদন্তের সময় হাজির ছিলেন, আর প্রকাশ্য দিবালোকে দেখতে পেয়েছিলাম তার রূপের মধ্যে মাধুর্য ও মর্যাদা এমন ভাবে মিশে আছে যে পাছে সেই নিষ্কলুষ প্রশান্তি কোনভাবে বিঘ্নিত হয় এই ভয়ে তার মুখোমুখি

www.BanglaBook.org

হবার ব্যাপারে আমি বেশ কিছুটা ইতস্তত বোধ করছিলাম। কিন্তু একটা সূত্র একবার হাতের মুঠোয় এলে কোন সত্যিকারের গোয়েন্দাই সহজে তাকে হাতছাড়া করতে পারে না; তাই সেই মুহূর্তে আমাকে থামিয়ে দিতে একটি নারীর ভ্রূকুটি ছাড়া আরও কিছুর দরকার ছিল। অতএব আমি ডাঃ জাব্রেস্কির ঘণ্টাটা বাজালাম।

আজ আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ; এখন আর সুন্দরী নারীর মোহকে আমি ভয় করি না, তবু স্বীকার করছি দোতলার উপরকার সেই সুন্দর অভ্যর্থনা কক্ষে বসে যখন আসন্ন সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন বুকের ভিতরটাতে বেশ ভালরকম কাঁপুনিই ধরেছিল। কিন্তু ডাক্তারের স্ত্রীর সুন্দর সপ্রতিভ মূর্তিটি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢোকামাত্রই আমার সবগুলি ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল এবং আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব সোজাসুজিভাবেই তাকে দেখতে লাগলাম। তার চোখে মুখে এমন একটা আবেগ ফুটে উঠেছিল যা আমাকে বিস্মিত করেছিল; যদিও মহিলাটির মধ্যে স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার কোন অভাব ছিল না তবু আমি কিছু বলার আগেই টের পেলাম তার শরীরটা কাঁপছে।

ভদ্রভাবে আমার দিকে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "আপনার মুখটা যেন চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু আপনার নামটা"—এখানে তিনি হাতের কার্ডটার দিকে একবার তাকালেন—আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

আমি বললাম, "আমার ধারণা আঠারো মাস আগে আপনি আমাকে দেখেছেন; মিঃ হ্যাজব্রুককে নিয়ে যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল সেখানে যে গোয়েন্দাটি সাক্ষী দিয়েছিল আমিই সেই লোক।"

তাকে চমকে দিতে আমি চাই নি, কিন্তু নিজের পরিচয়টা দিতেই তার স্বাভাবিক বিবর্ণ গাল দুটি যেন আরও বিবর্ণ হয়ে গেল, যে দুটি সুন্দর চোখ এতক্ষণ কৌতূহলবশে আমার উপরেই নিবদ্ধ ছিল এবার সে চোখ ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে গেল।

আমি ভাবলাম, "হা উপরওয়ালা! এ কার কাছে আমি ধাপ্পা খেলাম!"

"আমার কাছে আপনার কি দরকার থাকতে পারে আমি তো বুঝতে পারছি না," তিনি বললেন; কিন্তু যত নির্বিকারভাবেই তিনি কথাগুলি বলুন না কেন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন না।

আমি বললাম, "আমি কিন্তু অবাক হই নি। পাশের বাড়িতেই যে অপরাধটি ঘটেছিল তার কথা এখানকার প্রায় সকলেই ভুলে গেছে; আর ভুলে না গেলেও আমি আপনাকে কি ধরনের প্রশ্ন করতে চাই সেটা অনুমান করা আপনার পক্ষে খুবই শক্ত।"

"আমি কিন্তু অবাক হয়েছি," আবেগের আতিশয্যে তিনি আপনা থেকেই উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, আর তাকে দাঁড়াতে দেখে আমিও বাধ্য হয়েই উঠে দাঁড়ালাম।" এ বিষয়ে আমাকে করবার মত কি প্রশ্ন আপনার থাকতে পারে? অবশ্য প্রশ্ন করলে সাধ্যমত আমি তার জবাবও দেব।

এমন অনেক নারী আছে যাদের মধুর কণ্ঠস্বর ও মন-ভুলানো হাসি আমার মত বৃত্তির লোকদের

www.BanglaBook.org

মনে অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে ; কিন্তু মিসেস জারিস্কি সে দলের নন। তার মুখ সুন্দর, ভাবপ্রকাশেও অকপট, আর এই মুহূর্তে উত্তেজনায় ক্ষুব্ধ হলেও আমার স্থির বিশ্বাস তার মনের মধ্যে অন্যায় বা অসত্য কিছু নেই। তবু অন্ধকারের মধ্যেও যে সূত্রটিকে আমি হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে নিজে কোন্ দিকে চলেছি আর তাকেই বা কোন্ দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেটা না জেনেই আমি বলতে লাগলাম ঃ

"মিঃ হ্যাজল্রুকের নিকট প্রতিবেশী হিসাবে যে প্রশ্নটি আপনাকে করতে চাই সেটা এই ঃ সেই ভদ্রলোকটি খুন হবার রাতে গোটা অঞ্চল যার উচ্চকণ্ঠ আর্ত চীৎকার শুনতে পেয়েছিল সেই নারী কে ?"

যেভাবে তিনি আঁতকে উঠলেন তাতেই যে আমার প্রশ্নের জবাবটা আমি পেয়ে গেলাম সেটা তিনি মোটেই বুঝতে পারলেন না। এবং যে অস্পষ্ট সূত্রটি এই সমাধানের অতীত এক রহস্যের একেবারে সামনাসামনি এনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাতেই অভিভূত হয়ে তাকে আরও একটা প্রশ্ন করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু অতি দ্রুত আমার সামনে এগিয়ে এসে তার হাতটাকে তিনি আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন।

সবিস্ময়ে আমি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম, কিন্তু তার মাথাটা একপাশে ঘোরানো ছিল, আর দরজার উপর নিবদ্ধ দুই চোখে ফুটে উঠেছিল তীব্রতম উৎকণ্ঠা। সংগে সংগে আমি বুঝতে পারলাম কিসের এত ভয় তার। তার স্বামী তখন ঘরে ঢুকছিলেন আর মহিলাটির ভয় ছিল পাছে আমাদের কথাবার্তার একটি শব্দও তার কানে যায়।

তার মনে কি ছিল তা আমি জানতাম না, এই মুহূর্তটি তার কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাও আমি জানি না, তথাপি বেদনাদায়ক আগ্রহ নিয়েই তার অন্ধ স্বামীর আগমন-বার্তাটি শুনবার জন্য আমি কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি কি আমাদের এই ঘরেই ঢুকবেন, না এখনই পিছন দিককার আপিসে চলে যাবেন ? মহিলাটিকেও অবাক মনে হল, প্রায় দম বন্ধ করে তিনি অপেক্ষা করে রইলেন ; ডাক্তার দরজার কাছে এসে থামলেন, খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকেই কানটাকে ধরলেন।

আমি তখন সম্পূর্ণ স্থির হয়ে বিস্ময় ও ভয়ের মিলিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছি। কারণ ইতিমধ্যেই আমি লক্ষ্য করেছি, বিশেষ রকম সুন্দর হওয়া ছাড়াও তার মুখে এমন একটা আবেদনশীলতার প্রকাশ আছে যা অনিবার্যভাবেই তার দর্শকের করুণা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। এটা তার দুর্দশার জন্য হতে পারে, অথবা অন্য কোন গভীরতর কারণ থেকেও হতে পারে ; কিন্তু যে কারণেই হোক, তার মুখের এই ভাবটি আমার উপর একটি গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাকে আগ্রহী করেও তুলেছে। তিনি কি ভিতরে ঢুকবেন ? না কি এগিয়ে যাবেন ? মহিলাটির দৃষ্টির নীরব আবেদনই আমাকে দেখিয়ে দিল তার ইচ্ছার গতিটা কোন্ দিকে, আর তার দৃষ্টির উত্তর সম্পূর্ণ নীরব থেকেও কোন অস্পষ্ট পথে আমি বুঝতে পারছিলাম যে-কাজ

www.BanglaBook.org

নিয়ে আমি এসেছি সেটা অন্ধ লোকটির প্রবেশের দ্বারাই অধিকতর সাধিত হবে।

প্রায়ই বলা হয়, একটি অন্ধ মানুষ যে ইন্দ্রিয়টি হারায় তার বিনিময়ে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। আমি নিশ্চিত জানি আমরা কোনরকম শব্দই করি নি, তবু অচিরেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপস্থিতি তিনি টের পেয়েছেন। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এসে চাপা আবেগের জোরালো কম্পমান স্বরে তিনি বললেন:

"হেলেন, তুমি কি এখানে আছ?"

মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল উত্তর দেবার ইচ্ছা তার নেই, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জানেন যে স্বামীকে ঠকানো সম্ভব নয়, তাই আমার ঠোঁটের উপর থেকে হাতটা নামিয়ে তিনি সশব্দে সম্মতি জানালেন।

হাতটা নামিয়ে নেবার সময় যে সামান্য খস্‌খস্‌ শব্দটুকু হল সেটা তিনি শুনতে পেলেন; সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যাতে তার চেহারাটাই এতখানি বদলে গেল যে মনে হল তিনি যেন অন্য এক মানুষ!

তিনি আর এক পা এগোলেন, কিন্তু তাতে একটি অন্ধ মানুষের চলাফেরার স্বাভাবিক অনিশ্চয়তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তারপর বললেন, "তোমার সঙ্গে কে যেন আছে। কোন প্রিয় বন্ধু।" তার কণ্ঠস্বরে বুঝি বিদ্রূপ ঝরে পড়ল, আর ঠোঁটে ফুটে উঠল জোর-করা নিরস হাসি। তিনি বোধ হয় সন্দেহ করেছিলেন তার হাতটা আমার হাতের মধ্যেই ধরা ছিল। মহিলা স্বামীর এই চিন্তাটি অনুভব করলেন, আর বুঝতে পারলেন যে আমিও সেটা বুঝে ফেলেছি।

দুশ্চিন্তার ভাবটা কাটিয়ে মহিলাটি স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন, মধুর নারী কণ্ঠে বললেন—কথাগুলি আমার কাছে অনেক—অনেক কথার সামিল হয়ে উঠল—"বন্ধু নয় কনস্ট্যাণ্ট, এমন কি পরিচিত জনও নয়। যাকে তোমার সামনে এখন উপস্থিত করছি তিনি একজন পুলিশের লোক। একটা সামান্য কাজে তিনি এখানে এসেছেন, কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আমি আপিসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

আমি বুঝতে পারলাম, দুটি মন্দের একটাকে তিনি বেছে নিচ্ছেন। তিনি চেয়েছিলেন নিজের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাড়িতে গোয়েন্দার উপস্থিতির কথাটা স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন, কিন্তু বাস্তবে এর যা ফল হল সেটা তিনি বা আমি কেউই আশা করি নি।

দৃষ্টিহীন চোখ দুটিকে মেলে তিনি বললেন, "একজন পুলিশ অফিসার।" এমন ভাবে তিনি তাকালেন যেন দেখতে পাবার আগ্রহে তিনি প্রায় আশাই করে ফেলেছেন যে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। "এখানে তার কাজটা তো সামান্য হতে পারে না; তাকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর—"

স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দিলেন, এক লাফে তার পাশে গিয়ে হাতটা চেপে ধরে একাধারে আবেদন ও আদেশের সুরে বললেন, "তোমার হয়ে আমাকে বলতে দাও।" তারপর আমার দিকে ঘুরে বলতে শুরু করলেন: "মিঃ হ্যাজব্রুকের দুর্বোধ্য মৃত্যুর পর থেকেই আমার স্বামী এমন একটা দৃঢ়

www.BanglaBook.org

ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে চলেছেন যেটা আমি আপনাকে বলছি শুধু এই কারণে যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবান্তর। তিনি মনে করেন—ওঃ, কন্সট্যান্ট, অমন করে তাকিও না; তুমিও জান এটা একটা ভ্রান্ত দর্শন, যে মুহূর্তে আমরা এটাকে প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে আনতে পারব তখনই এটা উধাও হয়ে যাবে—যে তিনি—তিনি, সমস্ত জগতের সেরা মানুষটি, নিজেই মিঃ হ্যাজরুকের হত্যাকারী।"

"হা ঈশ্বর!"

"এটা যে অসম্ভব সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না," ব্যাখ্যার ঘোরে মহিলাটি বলেই চললেন, "তিনি অন্ধ, ইচ্ছা থাকলেও এভাবে গুলি ছুঁড়তে তিনি পারতেন না; তাছাড়া, তার কাছে কোন অস্ত্রও ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারের সামঞ্জস্যহীনতা তো স্বতঃসিদ্ধ, তা থেকেই তার নিশ্চিতভাবে বোঝা উচিত যে তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে, একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে তিনি ভুগছেন। তিনি একজন চিকিৎসক, নিজের চিকিৎসক-জীবনেই এ রকম অনেক উদাহরণ দেখেছেন। তাছাড়া, তিনি তো মিঃ হ্যাজরুকের খুবই অনুরাগী ছিলেন। তারা ছিলেন পরস্পরের সেরা বন্ধু, আর যদিও মুখে বলছেন যে তিনিই তাকে খুন করেছেন, সে কাজের স্বপক্ষে কোন কারণ দেখাতে পারছেন না।

এই সব কথা শুনে ডাক্তারের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, একটা যন্ত্র যেভাবে একই ভয়ংকর পাঠ করবার উচ্চারণ করে সেইভাবেই তিনি বললেন: "আমি তাকে খুন করেছি। তার ঘরে ঢুকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে গুলি করেছি। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, আমার অনুশোচনা চরমে পৌঁচেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করুন, আমার অপরাধের শাস্তি আমাকে ভোগ করতে দিন। একমাত্র তাতেই আমি শান্তি পাব।"

বার বার সেই একই উন্মাদের প্রলাপ শুনে শুনে মহিলাটি বোধ হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন; স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে এবার তিনি আমার দিকে রুখে দাঁড়ালেন।

চীৎকার করে বললেন, "ওকে বোঝান! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওকে বোঝান যে এ রকম একটা ভয়ংকর কাজ তিনি কখনই করতে পারেন না।"

আমি নিজেও ভয়ংকর উত্তেজনায় ভুগছিলাম, কারণ আমার মনে হচ্ছিল এ রকম একটা শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমার যৌবনই আমার বিরুদ্ধ পক্ষ। তাছাড়া, মহিলাটির সঙ্গে আমি একমত যে ভদ্রলোকের মনটা অত্যন্ত অসংযত ছিল এবং যে মানুষটির মনে এ রকম একটা ভ্রান্ত দর্শন শেকড় গেড়ে বসেছে আর সেটাকে সমর্থন করার মত যথেষ্ট বুদ্ধিও যার আছে, তার সঙ্গে কি ভাবে চলতে হবে তাও আমার জানা ছিল না। কিন্তু অবস্থাটা তখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। কারণ আমি তাকে এখনই জেলে নিয়ে যাব এই প্রত্যাশায় ভদ্রলোক দুটি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন; আর এই দৃশ্যটি তার স্ত্রীকে মরণ আঘাত হানছে; ত্রাসে ও উদ্বেগে তিনি আমাদের দুজনের মাঝখানে মেঝেতে ঢলে পড়লেন।

www.BanglaBook.org

আমি তাকে বললাম, "আপনি বলছেন মিঃ হ্যাজরুককে আপনি খুন করেছেন। আপনি পিস্তল কোথায় পেলেন, আর তার বাড়ি থেকে চলে আসার পর সেটা দিয়ে আপনি কি করেছেন?"

প্রচণ্ড জোর দিয়ে মিসেস জারিস্কি বলে উঠলেন, "আমার স্বামীর কোন পিস্তলই ছিল না; কোন কালেই ছিল না। ওকে যদি এ রকম একটা অস্ত্র হাতে দেখতাম—"

"সেটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সে বাড়ি থেকে আসার সময় সেটাকে আমি যতটা সম্ভব দূরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, কারণ যা করে ফেলেছি তাতে আমি ভয় পেয়েছিলাম, খুবই ভয় পেয়েছিলাম।"

তিনি যে চোখে দেখতে পান না সেই মুহূর্তে সে কথাটা ভুলে গিয়ে আমি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলাম, "কোন পিস্তল তো খুঁজে পাওয়া যায় নি। এত বড় একটা খুনের পরে সেরকম অস্ত্র রাস্তায় পাওয়া গেলে নিশ্চয় সেটা পুলিশকে পৌঁছে দেওয়া হত।"

তিনি বোকার মত বলেই গেলেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে পিস্তল একটা মূল্যবান সম্পত্তি। হৈ-চৈ শুরু হবার আগেই কেউ হয়তো একা একা এসে রাস্তার পাশে মূল্যবান বস্তুটি দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে চলে গেছে। লোকটি সৎ নয়, তাই পুলিশের নজর এড়াবার জন্য সে ওটাকে নিজের কাছে রেখে দেওয়াটাই শ্রেয় মনে করেছে।"

আমি বললাম, "হুম, তা হতে পারে; কিন্তু আপনি ওটা পেলেন কোথায়? আপনার স্ত্রী বলছেন আপনার নিজের ওরকম কোন অস্ত্র ছিল না, তাহলে এরকম একটা অস্ত্র আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, সেটা নিশ্চয় বলতে পারবেন।"

"সেই রাতেই এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনেছিলাম; সে বন্ধুর নাম আমি বলব না, কারণ তিনি আর এ দেশে বাস করেন না। আমি—" তিনি থেমে গেলেন; তার মুখে তীব্র উত্তেজনার ছাপ; তিনি স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন; একটা চাপা কান্না তার কানে এল; বললেন, "বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে আমি যেতে চাই না। ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করেছেন; একটা ভীষণ অপরাধ আমি করেছি। আমার শাস্তি হলে হয়তো আমি শান্তি ফিরে পাব, আর ইনিও সুখী হতে পারবেন। আমি চাই না যে পাপের জন্য তিনি দীর্ঘকাল তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবেন।"

"কনসটান্ট!" সে কান্নায় কত ভালবাসা! কত হতাশা! ভদ্রলোক অভিভূত হলেন, মুহূর্তের জন্য তার চিন্তাটা অন্য খাতে বইতে শুরু করল।

দুর্নিবার আবেগে দুই হাত স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, "আহা কোরি!" কিন্তু সে পরিবর্তন ক্ষণিকের, অচিরেই আবার তিনি কঠোর আত্ম-সমালোচক হয়ে উঠলেন। "আপনি কি আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করবেন? তাহলে আমারও কিছু করণীয় আছে; সে ব্যাপারেও আপনার উপস্থিতি স্বাগত।"

আমি বললাম, "আমার কাছে তো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই। তাছাড়া, সে দায়িত্ব আমি নেবই বা কেন? অবশ্য আপনি যদি আপনার ঘোষণায় অবিচল থাকেন তাহলে আমার উপরওয়ালাদের সে

www.BanglaBook.org

কথা জানিয়ে দেব, আর যা করার তারাই করবেন।"

তিনি বললেন, "আমার দিক থেকে সেটা তো আরও ভাল হবে, কারণ যদিও অনেক বারই আমি ভেবেছি কর্তৃপক্ষের হাতে নিজেই ধরা দেব, তবু অন্যের ক্ষতি না করে বাড়ি ও প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবার আগে আমার অনেক কিছুই করার আছে। শুভ দিন; যখনই চাইবেন, আমাকে এখানে পাবেন।"

তিনি চলে গেলেন; বেচারি যুবতী স্ত্রীটি মেঝেতেই বসে রইলেন। তার লজ্জা ও ত্রাস দেখে করুণাপরবশ হয়ে আমি তাকে বললাম, যে অপরাধ সে করে নি সেটাকে স্বীকার করে নেওয়ার ঘটনা অসাধারণ কিছু নয়, এবং তাকে আশ্বাস দিলাম যে ভদ্রলোকটিকে গ্রেপ্তার করার আগে অবশ্যই ভাল করে সব খোঁজ-খবর নেওয়া হবে।

ভদ্রমহিলা আমাকে ধন্যবাদ দিলেন, ধীরে ধীরে উঠে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু স্বামীর আত্ম-নিন্দার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু, দুটোই এত বেশী দুর্দমনীয় যে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

সে কথা তিনিও স্বীকার করলেন, "অনেক দিন থেকেই এই ভয়ই আমি করছিলাম। মাসের পর মাস আমি যেন চোখের সামনে দেখেছি তিনি একটা হঠকারী চিঠিপত্র লিখছেন অথবা পাগলের মত একটা কিছু ঘোষণা করছেন। সাহসে কুলোলে তার এই ভ্রান্ত দর্শন নিয়ে আমি হয় তো কোন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শও করতাম; কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে তিনি এত বেশী সুস্থ ও স্বাভাবিক যে পৃথিবীর সব মানুষকে আমার গোপন কথাটা জানাতে ইতস্তত করেছি। আশা করেছি যে যথেষ্ট সময় দিলে নিজের দৈনন্দিন কার্য-কলাপের চাপেই তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু তার ভ্রান্ত দর্শন বেড়েই চলেছে, আর এখন তো আমার রীতিমত ভয় হচ্ছে, যে কাজটির জন্য তিনি নিজেকে দোষী মনে করছেন সেটা যে সীতা তিনি করেন নি এ-প্রত্যয় তার মনে কোনদিনই আসবে না। তিনি যদি অন্ধ না হতেন তাহলেও হয় তো কিছু আশা থাকত, কিন্তু যারা অন্ধ একটা কথা নিয়ে ভাববার মত অনেক সময় তারা পায়।"

আমি সাহস করে বলেই ফেললাম, "আমি মনে করি আপাতত তাকে তার কল্পনার জগতে বাস করতে দেওয়াই ভাল। যদি এটা তার ভ্রান্ত দর্শনই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বাধা দেওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।"

"বিস্ময় ও আতংকের এক অবর্ণনীয় স্বরে তিনি আমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। "যদি? আপনি কি একটা মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন যে তিনি সত্য কথাটাই বলেছেন?"

আমার সেই বয়সের স্বভাবগত রূঢ়তার কিছুটা ঝাঁঝ মিশিয়ে আমিও বলে ফেললাম, "ম্যাডাম, পাড়াপ্রতিবেশীরা খুনের কথাটা জানবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এমন অপার্থিব স্বরে আপনি চীৎকার করে উঠেছিলেন কেন?"

ভদ্রমহিলা বিস্ফারিত চোখে তাকালেন, তার মুখ কালো হয়ে গেল, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কাঁপতে শুরু করলেন; আজ আমি বিশ্বাস করি, তার এই দুরবস্থার কারণ আমার কথাগুলির

www.BanglaBook.org

অন্তর্নিহিত অভিযোগ নয়, আমার প্রশ্নটা তার নিজের বুকের মধ্যে যে সন্দেহকে জাগিয়ে তুলেছিল আসল কারণ সেটাই।

"আমি চীৎকার করেছিলাম? আমি?" তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন; তারপরেই স্বীয় চরিত্রের অকৃত্রিম অকপটতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে শুরু করলেন; কেন আপনি নিজেকে ভুল পথে চালাতে এবং আমাকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করছেন? পাশের বাড়ি থেকে একটা সোরগোল ওঠার আগেই আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সে তো কোন অপরাধের ঘটনা জানতে পেরেছিলাম বলে নয়, তার কারণ প্রকাণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে আমার স্বামীকে সশরীরে আমার সম্মুখে দেখতে পেয়ে, কারণ তখন তার থাকার কথা পুঘ্‌কিপ্‌সি-র পথে। তাকে খুবই বিবর্ণ ও উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল, মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল বুঝি তার ভূতটাকেই দেখছি। কিন্তু তিনি তখনই আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং অলৌকিকভাবেই হাত-পা কেটে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন; তার এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি এবং তাকে ও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি আর তখনই পাশের বাড়ি থেকে "খুন! খুন!" বলে একটা ভয়ংকর চীৎকার শুনতে পাই। নিজে এত বড় একটা ধাক্কা খেয়ে আসার পরেই এই চীৎকার তাকে একেবারেই বিভ্রান্ত করে তোলে, আর আমি, মনে করি সেই মুহূর্তটি থেকেই তার মানসিক গোলমালের সূত্রপাত। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের বাড়ির ঘটনাটা যেন তাকে নেশার মত পেয়ে বসল, যদিও কয়েক মাস না হলেও কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে যাবার আগে যে সব কথাবার্তা আপনি এইমাত্র শুনলেন সে ধরনের একটা শব্দও তার মুখ থেকে বের হয় নি। আসলে ঘুমের মধ্যে যে সব কথা তিনি অনবরত উচ্চারণ করছিলেন তারই কিছু কথার পুনরাবৃত্তি করে তাকে শোনানোর পর থেকেই তিনি নিজেকে ওই অপরাধে অভিযুক্ত করে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলতে শুরু করেন।"

"আপনি বলছেন যে আপনি যখন ভেবেছিলেন আপনার স্বামী পুঘ্‌কিপ্‌সি যাবার পথেই রয়েছেন ঠিক সেই রাতেই তিনি হঠাৎ বাড়ির দরজায় হাজির হওয়াতেই তাকে দেখে আপনি ভয় পেয়েছিলেন। সেদিনকার মত এত বেশী রাতে একা একা যাতায়াত করার অভ্যাস কি ডাঃ জাব্রিস্কির ছিল?"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে একজন অন্ধের কাছে দিনের তুলনায় রাতের বিপদটাই অল্প। কতবার আমার স্বামী মাঝ রাতের পরেও একা একা রোগীদের বাড়ি গেছেন; কিন্তু এই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে হ্যারি তার সঙ্গে ছিল। হ্যারি তার ড্রাইভার, যখনই তিনি দূরে কোথাও যেতেন হ্যারি সর্বদাই তার সঙ্গে থাকত।"

আমি বললাম, "তাহলে তো সর্বাগ্রে হ্যারিকেই ডেকে এনে শোনা দরকার এ ব্যাপারে তার কি বলার আছে। সে নিশ্চয়ই জানবে তার মনিব পাশের বাড়িতে ঢুকেছিলেন কি না।"

মহিলা বললেন, "হ্যারি আমাদের ছেড়ে গেছে। ডাঃ জাব্রিস্কি এখন আর একটি ড্রাইভার রেখেছেন। তাছাড়া (আপনার কাছে তো লুকোবার কিছু নেই) সেদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন বাড়ি

www.BanglaBook.org

ফিরেছিলেন তখন হ্যারি তার সঙ্গে ছিল না, অন্যথায় পরের দিন পর্যন্ত ডাক্তার তার পোর্টম্যাণ্টোটাকে কাছছাড়া করতেন না। একটা কিছু—সেটা যে কি তা আমি কোন দিন জানতে পারব না—তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, আর সেই কারণেই সেই রাতে এমন একটা কাজ করেছেন বলে ডাক্তার নিজেকেই অভিযুক্ত করতে থাকেন যেটা তার জীবনের অন্য প্রত্যেকটি কাজের সঙ্গেই সামঞ্জস্যহীন, তখন আমার মুখে কোন জবাবই আসে না।"

"আপনি কি কখনও হ্যারিকে জিজ্ঞাসা করেন নি কেন তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আর কেনই বা স্টেশনে এত বড় একটা আঘাত পাবার পরেও তার মনিবকে সে একা বাড়ি ফিরতে দিয়েছিল?

"সে আমাদের ছেড়ে যাবার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত তার কোন প্রয়োজন আছে বলেই আমার মনে হয়নি।

"সে কত দিন আগে চলে গেছে?"

"সেটা আমার ঠিক মনে নেই। সেই ভয়ংকর রাতের কয়েক সপ্তাহ অথবা সম্ভবত কয়েক দিন পরেই হবে।"

"এখন সে কোথায় আছে?"

"আঃ, সেটা জানবার তো কোন উপায়ই নেই। কিন্তু," হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল, "হ্যারিকে দিয়ে আপনার কী দরকার? সে যদি ডাক্তারের সঙ্গে তার বাড়ি পর্যন্ত না এসে থাকে, তাহলে তো সে এমন কিছু বলতেই পারবে না যা শুনলে আমার স্বামীর প্রত্যয় হবে যে তিনি ভ্রান্ত দর্শনের শিকার হয়েছেন।"

"কিন্তু সে তো এমন কিছু আমাদের বলতে পারত যাতে আমাদের প্রত্যয় হয় যে দুর্ঘটনার পরে ডাঃ জারিস্কি সজ্ঞানে ছিলেন না, তিনি—"

"চুপ!" আদেশের ভঙ্গীতে তার ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হল। "আপনি যদি প্রমাণ করতেও পারেন যে সেই সময়ে তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন তাহলেও আমি বিশ্বাস করব না যে তিনিই মিঃ হ্যাজব্রুককে গুলি করেছিলেন। কি করে গুলি করবেন? আমার স্বামী অন্ধ। রাতের বেলায় বন্ধ করে রাখা একটা বাড়িতে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে এক গুলিতে একটা মানুষকে হত্যা করতে তো খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন একটা লোকের দরকার।"

"বরং" দরজায় দাঁড়িয়ে কে যেন চীৎকার করে বলল, "একমাত্র একটি অন্ধ মানুষই এটা করতে পারত। যারা চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে তাদের তো এক ঝলক হলেও লক্ষ্যবস্তুকে একবার দেখতেই হবে, আর আমি তো শুনেছি এই ঘরে আলোর আভাসমাত্রও ছিল না। কিন্তু অন্ধের ভরসা শব্দ, আর মিঃ হ্যাজব্রুক যখন কথা বলছিলেন—"

"ওঃ!" তার ভয়ার্ত স্ত্রী হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে উঠলেন, "এ ধরনের কথা যখন তিনি বলেন তখন তাকে থামিয়ে দেবার মত কি কেউ নেই?"

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ যখন আমার উপরওয়ালাদের শোনালাম, তখন তাদের মধ্যে দু'জন ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গেই সুর মেলালেন; তাদের ধারণা হল, সেই সময় ডাঃ জারিস্কির মনের অবস্থা এমন একটা দায়িত্বহীনতার স্তরে ছিল যখন তার কোন কথাই তর্কাতীত হতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় জন ভিন্ন মতে আগ্রহী হয়ে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন, মনে হল তিনি জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আমার মতামতটা কি। যেন কথাটা তিনি মুখেই বলেছেন এটা ধরে নিয়ে আমার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি তাকে জানালাম; অসুস্থ মস্তিষ্কে হোক আর না হোক, ডাঃ জারিস্কির ছোঁড়া গুলিতেই মিঃ হ্যাজরুকের জীবনের অবসান হয়েছে।

এটাই ইন্সপেক্টরেরও ধারণা, কিন্তু অপর দু'জন সে ধারণার অংশীদার হলেন না; তাদের মধ্যে একজন অনেক বছর ধরে ডাক্তারকে চিনতেন। তদনুসারে তাদের মধ্যে রফা হল, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারছেন ততক্ষণ সব মতামতই স্থগিত থাকবে এবং আমাকে ভার দেওয়া হল পরদিন বিকেলে ডাক্তারকে তাদের সামনে হাজির করতে হবে।

কোনরকম অনিচ্ছা প্রকাশ না করেই তিনি এলেন; তার স্ত্রীও সঙ্গে এলেন। তাদের লাফায়েৎ প্লেস ছেড়ে আসা এবং হেড কোয়ার্টারে ঢোকা—এই দুইয়ের মধ্যে যে সময়টুকু পাওয়া গেল সেই সুযোগে আমি তাদের বেশ ভাল করে লক্ষ্য করলাম, আর সে কাজটাকে সমান উত্তেজক ও আকর্ষক বলেই মনে হল। ডাক্তারের মুখটা শান্ত কিন্তু হতাশ, আর তার চোখ—তার স্ত্রীর কথা সত্য হলে যে চোখে উচ্ছৃঙ্খলতার বিলিক থাকার কথা—অন্ধকার ও অতলস্পর্শ, কিন্তু উত্তেজিত বা অনিশ্চিত নয়। তিনি বললেন মাত্র একবার, আর কোন কথাই মন দিয়ে শুনলেন না, যদিও তার স্ত্রী মাঝে মাঝেই নড়েচড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলেন, এমন কি একবার তো লুকিয়ে নিজের হাতটা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়েও দিলেন, হয় তো তিনি আশা করেছিলেন তার হাতের ছোঁয়ায় ডাক্তার স্ত্রীর সহানুভূতিটুকু অনুভব করবেন। কিন্তু ডাক্তার যুগপৎ বধির ও অন্ধ; তিনি চুপচাপ বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন; আমি জানি, সেই চিন্তার আবরণ উন্মোচন করার জন্য মহিলাটি বিশ্ব-সংসারও দিয়ে দিতে পারে।

মহিলাটির মুখেও রহস্যের ছায়া কিছু কম নয়। তার মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠছে গভীর চিন্তা ও দুঃখ, আর এমন একটা গভীর কোমলতা যেখানে ভয়টাও অনুপস্থিত নয়। মহিলা ও তার স্বামী দুজনের মধ্যেই দেখতে পেলাম একটা ভুল-বোঝাবুঝি, আগে যতটা সন্দেহ করেছিলাম তার চাইতে গভীরতর; দুজনের মাঝখানে একটা স্পর্শাতীত আবরণ টেনে বসে আছেন; ফলে তাদের এই নৈকট্য হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে হৃদয়বিদারক আনন্দ এবং অকথ্য বেদনার সঙ্গম। এই ভুল-বোঝাবুঝিটা কিসের? যে ভয়টা তার প্রতিটি ভালবাসার চাউনিকেই তার স্বামীর দিকেই ঘুরিয়ে দিচ্ছে তার স্বরূপই বা কি? আমার উপস্থিতি সম্পর্কে মহিলা সম্পূর্ণ উদাসীন; তাতেই প্রমাণিত

www.BanglaBook.org

হয় যে পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় নিজের অপরাধকে স্বীকার করে স্বামীটি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন তার সঙ্গে এই ভুল-বোঝাবুঝির কোন সম্পর্ক নেই ; আর মাঝে মাঝেই মহিলার কুণ্ঠিত চোখে-মুখে যে উদ্ভ্রান্ত প্রশ্নটি প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং স্বামীর দৃঢ়বদ্ধ দুই ঠোঁটে তার সব কথার একটা অর্থ খুঁজে পাবার চেষ্টা তিনি করছিলেন, তাকেও আমি ঠিক এই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না।

গাড়িটা থেমে যাওয়াতে তারা যেন এই সব চিন্তার ভিতর থেকে জেগে উঠলেন যা এতক্ষণ তাদের দুজনকে কাছে টেনে আনার পরিবর্তে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। স্বামী মহিলার দিকে মুখটা ফেরালেন, মহিলাও হাত বাড়িয়ে স্বামীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিতে সচেষ্ট হলেন।

স্বামীর পথ-প্রদর্শক হিসাবে তখন তিনি যেন কোন কিছুতেই ভয় করেন না ; আর প্রেমিকা হিসাবে তার ভয় সব কিছুকেই।

যে দুটি ভদ্রলোক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের কাছে এই দম্পতিটিকে নিয়ে যেতে আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম "বাইরের এই সপ্রকাশ ট্র্যাজিডির অন্তরালে আরও একটা ট্র্যাজিডি আছে।"

ডাক্তার জারিস্কিকে যারা আগে থেকে চেনে এখন তাকে দেখলেই তারা আঁৎকে উঠবে ; তার আচরণও ছিল সেই রকম, শান্ত, অকপট, ধীর, স্থির।

"আমি মিঃ হ্যাজব্রুককে গুলি করেছি", কোন রকম উত্তেজনা বা মরিয়া ভাব না দেখিয়ে তিনি সোজাসুজি স্বীকার করে বসলেন। যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, কেন আমি এ কাজ করেছি, আমি তার জবাব দিতে পারব না ; যদি আমাকে প্রশ্ন করেন কি ভাবে করেছি, তাহলে এ ব্যাপারে যা কিছু জানি সব কথা বলতে আমি রাজী আছি।"

তার বন্ধুটি বাধা দিয়ে বললেন, "ডাঃ জারিস্কি, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কেনটাই তো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সত্যি সত্যি বোঝাতে চান যে একটি সম্পূর্ণ নির্দোষ মানুষকে খুন করার মত ভয়ংকর অপরাধ আপনি করেছেন, তাহলে আপনার চরিত্রবিরুদ্ধ এমন একটা কাজ আপনি কেন করলেন তার একটা কারণ তো আপনাকে দিতেই হবে।"

ডাক্তার কিন্তু অবিচলিতভাবে বলেই চললেন ঃ

"মিঃ হ্যাজব্রুককে খুন করার কোন কারণই আমার ছিল না। একশটা প্রশ্ন করলেও এই একই জবাব পাবেন। তার চাইতে বরং 'কেমন করে' ব্যাপারটাতেই আসুন।"

যে তিনটি ভদ্রলোককে কথাটা বলা হল তারা ডাক্তারের স্ত্রীর দিকে তাকালেন ; মহিলাটি তার জবাব দিলেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। "দেখুন এই দীর্ঘনিশ্বাসটাই প্রমাণ যে তার মানসিক অবস্থাটা ঠিক নেই।"

আমার নিজস্ব অভিমত সম্পর্কে আমার মনেও একটু ইতস্তত ভাব দেখা দিল, কিন্তু যে বোধি এই ধরনের অনেক দুর্ভেদ্য কেসেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সেই বোধিই আমাকে নিষেধ করল যেন সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি সতর্ক থাকি।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্সপেক্টর ডি-র কানে কানে বললাম, "ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন তো কেমন করে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর সেই প্রশ্নটিই করলেন :

"খুনটা যখন হয়েছিল তখনকার সেই গভীর রাতে কেমন করে আপনি মিঃ হ্যাজব্রুকের বাড়িতে ঢুকেছিলেন ?"

অন্ধ ডাক্তারের মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়ল, আর এই প্রথমবার এবং একমাত্র সময়, তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

বললেন,"আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি যখন দরজার কাছে পেঁাচেছিলাম তখন দরজাটা সপাটে খোলা ছিল। এ রকম কিছু ঘটে বলেই অপরাধ করাটা সহজ হয়ে ওঠে ; এই ভয়ংকর কাজটার স্বপক্ষে এই একটিমাত্র অজুহাতই আমি দিতে পারি।"

একজন ভদ্র নাগরিকের বাড়ির দরজা রাত সাড়ে এগারোটার সময় সপাটে খোলা ছিল। এই কথাটা শুনেই সকলের মনে ডাক্তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটা দৃঢ় প্রত্যয় গড়ে উঠল মিসেস জারিস্কির ভুরুটা সরল হয়ে উঠল ; একটা দুর্দমনীয় স্বস্তিতে তিনি প্রশ্নকর্তাদের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর মুহূর্তের জন্য তার রূপ যেন ঝলসে উঠল। একমাত্র আমিই আমার অবিচলিত শান্ত ভাবকে বজায় রাখতে পেরেছিলাম। এই অপরাধের একটা সম্ভাবিত ব্যাখ্যা যেন বিদ্যুতের মত আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল ; সে ব্যাখ্যায় আমার মন সায় না দিলেও সেটাকে বিবেচনা করে দেখতে আমি বাধ্য হলাম।

বন্ধুবৎসল ইন্সপেক্টর বললেন, "ডাঃ জারিস্কি, যে সব পুরনো চাকরদের মিঃ হ্যাজব্রুক তার বাড়িতে রাখতেন তারা তো রাত বারোটার সময় সদর দরজা খুলে রাখার মানুষ নয়।"

শান্ত অথচ জোরালো গলায় ডাক্তার আবার বললেন, "অথচ দরজাটা খোলাই ছিল, আর খোলা ছিল বলেই আমি ভিতরে ঢুকেছিলাম। আবার বেরিয়ে আসার সময় আমিই দরজাটা বন্ধ করেছিলাম। আপনারা কি চান যে শপথ নিয়ে কথাটা বলি ? তাহলে আমিও প্রস্তুত আছি।"

আমরা কি জবাব দেব ? একটি অতি সুদর্শন মানুষ একটা বড় রকমের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন এটাই তো যে কোন নির্বিকার মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তুলবে ; তার উপরে এ রকম একটি ঠাণ্ডা মাথার খুনের ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করছেন সেটা তো এমনিতেই এতদূর বেদনাদায়ক যে এ সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অবতারণা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কৌতূহলের পরিবর্তে সকলের মনেই জাগল সহানুভূতি, আর আমরা প্রত্যেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি তখন স্বামীর একেবারে গা ঘেঁষে বসেছিলেন।

একজন সাহস করে বললেন, "একজন অন্ধলোকের পক্ষে আক্রমণ করাটা কুশলী ও নিশ্চিন্ত দুইই ছিল। আপনি কি মিঃ হ্যাজব্রুকের বাড়িতে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত, যে এমন অনায়াসে তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন ?"

www.BanglaBook.org

"আমি তাতে অভ্যস্ত—" তিনি বলতে শুরু করলেন।

কিন্তু দুর্বার আবেগে তার স্ত্রী বলে উঠলেন, "ও বাড়ি যাবার অভ্যাস তার নেই। প্রথম দরজাটা পেরিয়ে কখনও ঢোকেন নি। কেন, কেন ওকে এসব প্রশ্ন করছেন? দেখতে পাচ্ছেন না—"

ডাক্তার স্ত্রীর ঠোঁট চেপে ধরলেন।

আদেশের সুরে বললেন, "চুপ! একটা বাড়িতে চলাফেরা করার ব্যাপারে আমার দক্ষতা তো তোমার জানা; যারা আমাকে মোটেই চেনে না তাদের আমি অনেক সময় এত বোকা বনাতে পারি যে তারা বিশ্বাস করে ফেলে যে আমি দেখতে পারি। তাদের বোকাতে চেষ্টা করো না যে আমার মনের অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়, অনাথায় তুমি নিজেই আমাকে সেই অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেবে সেটা তুমিও চাও না।"

তার মুখটা কঠিন, ঠাণ্ডা, আর দৃঢ়নিবদ্ধ, দেখলেই মনে হয় বুঝি একটা মুখোশ। মহিলাটির মুখখানা আতঙ্কে মলিন; তার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা বাসা বেঁধেছে সেটা অতি দ্রুত সন্দেহে রূপান্তরিত হচ্ছে; তার মুখের ভাষায় ফুটে উঠেছে এমন একটা ভয়াবহ ট্র্যাজিডি যার কথা ভাবতে আমরাও শিউরে উঠলাম।

অনেক কষ্টে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শুধালেন, "একটা মানুষকে না দেখেই কি আপনি তাকে গুলি মারতে পারেন?"

"আমাকে একটা পিস্তল দিন, দেখিয়ে দিচ্ছি", ডাক্তারের দ্রুত জবাব।

স্ত্রীর মুখ থেকে একটা চাপা কান্না বেরিয়ে এল। আমাদের প্রত্যেকেরই হাতের কাছে দেরাজের মধ্যে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু কেউ সেটা বের করতে হাত বাড়াল না। ডাক্তারের চোখে এমন একটা দৃষ্টি ছিল যা দেখে আমরা ভয় পেলাম, তখনই একটা পিস্তল হাতে দিয়ে তাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, "অধিকাংশ মানুষের আয়ত্তাতীত একটি কৌশল যে আপনি জানেন আপনার সে কথাটা আমরা সকলেই মেনে নিলাম।" তারপর ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললেন: "এটা ডাক্তারদের ব্যাপার, পুলিশের নয়। তাকে শান্তভাবে সরিয়ে নিয়ে যান, আর আমি যা বললাম সেই কথাটা ডাঃ সাউথইয়াডকে জানিয়ে দেবেন।"

আমাদের মনে হল, ডাক্তারের বুঝি শ্রবণশক্তির একটা অলৌকিক তীক্ষ্ণতা আছে; এই সময় তিনি ভীষণ রকমে চমকে উঠে এই প্রথম কথা বললেন কণ্ঠস্বরে একটা সতিত্কারের আবেগ ফুটিয়ে:

"না, না, আমি আপনাদের মিনতি করছি। আর সব কিছু আমি সহ্য করতে পারি, একমাত্র ওইটে ছাড়া। মনে রাখবেন ভদ্রজনরা, আমি অন্ধ; আমার চারপাশে কে আছে তা আমি দেখতে পাই না; আমি যদি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে পাগলামির কিছু লক্ষণ আবিষ্কারের আশায় একদল গুপ্তচর আমাকে ঘিরে রেখেছে তাহলে তো আমার জীবনটাই একটা নরক হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে আমাকে

www.BanglaBook.org

দণ্ড দিন—মৃত্যু, অসম্মান, তিরস্কার, যা আপনাদের ইচ্ছা হয়। এ সবই তো আমার প্রাপ্য। পাপ কাজ করে এসব কিছুই তো আমি ডেকে এনেছি, কিন্তু এই দুর্ভাগ্য—ওঃ! এই দুর্ভাগ্য যেন আমাকে ভুগতে না হয়।"

তার আবেগ এতই তীব্র অথচ সৌজন্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে তাতেই আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। একমাত্র তার স্ত্রীই যেন স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন, তার বুকের মধ্যে আতংকটা ক্রমেই বাড়ছে; ক্রমেই তার সাদা, মোমের মত মুখটা এমন ভয়ংকর হয়ে উঠল যে চোখে দেখা যায় না।

আমাদের নীরবতাকেই উত্তর বলে ধরে নিয়ে ডাক্তার বলতে লাগলেন, "আমার স্ত্রী যে আমাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে করে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের পার্থক্যটা বোঝাই তো আপনাদের কাজ। একটি সুস্থ মানুষকে দেখামাত্রই তাকে চিনতে পারা আপনাদের উচিত।"

ইন্সপেক্টর ডি—আর ইতস্তত করলেন না।

বললেন, "খুব ভাল। আপনার বক্তব্যগুলো যে সত্য তার ন্যূনতম প্রমাণ আমাদের দিন, তাহলেই আপনার কেসটা আমরা সরকারী উকিলের কাছে তুলতে পারি।"

"প্রমাণ? একটা মানুষের মুখের কথাই কি—"

"কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কোন মানুষের স্বীকৃতির মূল্যই খুব বেশী হয় না। আপনার বেলায় তো কোন প্রমাণই নেই। এমন কি আপনার কথামতই যে পিস্তলটা দিয়ে আপনি খুনটা করেছেন সেটাও তো দেখাতে পারছেন না।"

"সত্যি, খুব সত্যি। যা করে ফেলেছি তাতেই আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। এসব আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে যে কোন উপায়ে সেই অস্ত্রটা হাতছাড়া করতে। কিন্তু কেউ না কেউ এই পিস্তলটা পেয়েছে; সেই ভয়ংকর রাতে যে কেউ এসে লাফায়েৎ প্লেসের গলি থেকে সেটা তুলে নিয়েছে। আপনারা বিজ্ঞাপন দিন, পুরস্কার ঘোষণা করুন। টাকাটা আমিই দেব।" হঠাৎ মনে হল, তিনি বুঝতে পেরেছেন কথাগুলি বড়ই বাজে শোনাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "হায়! আমি জানি গল্পটা অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে, যা কিছু বলছি সবই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। জীবনে তো কেবল যা সম্ভবপর তাই ঘটে না; কিন্তু আপনাদের তো জানা থাকা উচিত—কারণ প্রতিটি দিন আপনারা মানুষের কার্যকলাপের একেবারে গভীর গহনে চোখ ফেলতে চান—যা অসম্ভব তাও জীবনে ঘটে।"

এ সবই কি এক উন্মাদের অর্থহীন হাহাকার? স্ত্রীর আতংকের ব্যাপারটা আমি যেন বুঝতে শুরু করেছি।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, "পিস্তলটা আমি কিনেছিলাম: কার কাছ থেকে—হায়! তার নাম আপনাদের কাছে বলতে পারব না। সব কিছুই আমার বিরুদ্ধে। একটা প্রমাণও আমি দিতে পারব না; অথচ আমার স্ত্রী, হ্যাঁ তিনিও ভয় পেতে শুরু করেছেন যে আমার গল্পটা সত্য। তার নীরবতা

www.BanglaBook.org

থেকেই আমি এটা বুঝতে পারি, আর সেই নীরবতাই তো আমাদের দুজনের মাঝখানে একটা গভীর, অতলস্পর্শ গহ্বরের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এই কথাগুলি শোনামাত্রই মহিলাটির কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড আবেগে বেজে উঠল।

"না, না, এটা মিথ্যে। আমি কোন দিন বিশ্বাস করব না যে তোমার হাত রক্তের মধ্যে ডুব দিয়েছিল। তুমি আমার পবিত্রহৃদয় কন্সল্টেন্ট; তুমি নির্বিকার হতে পার, হয়তো কঠোরও হতে পার, কিন্তু একমাত্র তোমার নিজের উন্মাদ কল্পনায় ছাড়া তোমার বিবেকে কোন পাপের ছাপ পড়ে নি।"

আস্তে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "হেলেন, তুমি তো আমার বন্ধু নও, আমাকে নির্দোষ ভাবতে চাও ভাব, কিন্তু এমন কিছু বলো না যাতে অন্যরা আমার কথায় সন্দেহ করতে পারে।"

মহিলা আর কিছুই বললেন না, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে অনেক কথাই বলা হয়ে গেল।

ফল দাঁড়াল, ডাক্তারকে আটক করা হল না, যদিও তখনই বিচারটা শেষ করে ফেলতে তিনি বার বার মিনতি জানাতে লাগলেন। নিজের বাড়িকেই তার বড় ভয়; তিনি মনে মনে তো জানেন, এরপর থেকে কী রকম কড়া নজরে তাকে রাখা হবে। স্ত্রী যখন তার হাতটা ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন, তখন যে ভাবে তিনি কুঁকড়ে সরে গেলেন সে দৃশ্যটা সত্যি যথেষ্ট বেদনাদায়ক; কিন্তু যে অফিসারটি তার পিছন পিছন হাঁটছিলেন তার পায়ের শব্দ শোনবার জন্য যে তীক্ষ্ণ ও বেদনার্ত প্রত্যাশায় তিনি মুখটা ফিরিয়েছিলেন, ডাক্তারের অন্তরের সেই অনুভূতির তুলনায় সেটা তো কিছুই না।

"আমি একেবারে একা কি না সেটা আমি আর কোন দিন জানব না।"—আমাদের কাছ থেকে চলে যাবার সময় এটাই ছিল তার শেষ কথা।

* * *

এই সব কথোপকথন শুনতে শুনতে আমার মনে যে সব চিন্তা জেগেছিল তার কথা আমার উপরওয়ালাদের কিছুই বলি নি। আমার মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যার দ্বারা ডাক্তারের আচরণের কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উচ্চতর বিচারালয়ে পাঠাবার আগে আমি আরও কিছু সময় ও সুযোগ নিয়ে আমার ধারণার যুক্তিযুক্ততাটাকে পরীক্ষা করে নিতে চাইলাম। আরও মনে হল যে সে সময় ও সুযোগও আমি পেয়ে যাব, কারণ অন্ধ ডাক্তারের অপরাধ সম্পর্কে ইন্সপেক্টরদের মধ্যে মত-বিরোধ চলতে থাকল, আর সব কিছু শুনে জেলা-এটর্নি তো অকরুণভাবেই ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলেন এবং কোর্টে ডাক্তারের আত্ম-নিন্দার সমর্থনে কোন আপাতগ্রাহ্য সাক্ষী-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনাই করতে রাজী ছিলেন না।

তিনি বললেন, "যদি দোষীই হবেন তাহলে তার উদ্দেশ্যটা বলতে এত আপত্তি কেন? আর ফাঁসিতে ঝুলতে যদি এতই আগ্রহ তাহলে যে সব তথ্য তাকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে ঠেলে দিতে পারে সেগুলিকেই

www.BanglaBook.org

বা তিনি চেপে যাচ্ছেন কেন? তিনি তো মার্চ মাসের খরগোশের মতই পাগল; তার যাওয়া উচিত পাগলা গারদে, জেলখানায় নয়।"

তার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না; যত দিন যেতে লাগল ততই আমার সন্দেহগুলি আকার ধারণ করে শেষ পর্যন্ত একটা স্থির প্রত্যয়ের রূপ নিল। ডাঃ জারিস্কির কথামত অপরাধটা তিনিই করেছেন, কিন্তু—এই কিন্তুর অন্তরালে কি আছে সেটা প্রকাশ করার আগে আমার কাহিনীটিকে নিয়ে আমাকে আরও কিছুটা অগ্রসর হতে দিন।

নির্জনে থাকতে দেবার জন্য ডাঃ জারিস্কির অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও একটি যুবককে মস্তিষ্কের রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাজিয়ে তার কাছাকাছি রেখে দেওয়া হল তার উপর কড়া নজর রাখার জন্য। এই লোকটি মোটামুটিভাবে পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত। একদিন সকালে তার দিন-পঞ্জী থেকে নিম্নলিখিত অংশটি সে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল:

"ডাক্তার একটি গভীর মানসিক অবসাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন; মাঝে-মধ্যে তিনি তার ভিতর থেকে উঠে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশেষ সফল হতে পারেন না। গতকাল তিনি গাড়ি নিয়ে সারা অঞ্চলের সব রোগীদের জানিয়ে এসেছেন যে অসুস্থতার জন্য তিনি আর তাদের চিকিৎসা করতে পারবেন না কিন্তু এখনও তিনি তার আপিস খুলে রেখেছেন, আজই আমি দেখেছি সমাগত অনেক রোগীকেই তিনি চিকিৎসা করেছেন। আমার ধারণা আমার উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি সচেতন, যদিও সেটা তিনি লুকিয়ে রাখতেই চান। কারণ ঘরে ঢোকার মুহূর্তটি থেকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটি সারাক্ষণই তার মুখে লেগেছিল, আর একবার উঠে দাঁড়িয়ে অতি দ্রুত এ-দেয়াল থেকে সে-দেয়াল বরাবর হাঁটতে লাগলেন, দুই হাত বাড়িয়ে ঘরের প্রতিটি কোণে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন, যে পর্দাটার আড়ালে আমি লুকিয়েছিলাম অল্পের জন্য সেখানে তার হাতটা পৌঁছল না। কিন্তু তিনি আমার উপস্থিতির ব্যাপারে সন্দেহ করলেও তা নিয়ে তাকে কোনরকম অসন্তুষ্ট মনে হয় নি; হয়তো বা চিকিৎসার ব্যাপারে তার দক্ষতার একজন সাক্ষী থাকুক এটাই তিনি চান।

"আর সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত জটিল সব রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে বাস্তব অন্তর্দৃষ্টির যে সূক্ষ্ম প্রকাশ আজ তার কাজের মধ্যে আমি দেখেছি এমনটি আগে কখনও দেখি নি। সত্যি তিনি এক আশ্চর্য চিকিৎসক; তাই আমি এ কথা লিখতে বাধ্য যে কাজের দিক থেকে তার মনটা এতই পরিষ্কার যে একটা ছায়াও তার উপরে পড়ে নি।"

"ডাঃ জারিস্কি তার স্ত্রীকে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা তাদের দু'জনেরই যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ডাক্তার অসহায় হয়ে পড়েন, আবার স্ত্রী ফিরে এলে অনেক সময়ই তার সঙ্গে কথাই বলেন না, আর যদিও বা বলেন সেও এত বেশী রেখে-ঢেকে যে তাতে স্ত্রী স্বামীর নীরবতার চাইতেও বেশী কষ্ট পান। আজ তিনি যখন এলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম। তার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে বেশ দ্রুত হলেও যতই তিনি ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন ততই বিলম্বিত হতে লাগল; ডাক্তার এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলেন এবং নিজের মত করে তার ব্যাখ্যাও করলেন।

www.BanglaBook.org

তার বিবর্ণ মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল, তার শরীরে একটা স্নায়বিক কম্পন দেখা দিল ; তিনি বৃথাই সেটাকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু স্ত্রীর দীর্ঘ, সুন্দর মূর্তিটা যখন দ্বারপথে এসে হাজির হল, ততক্ষণে ডাক্তার আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিটা আগের মতই প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় কাতরভাবে সামনের দিকেই তাকিয়ে আছে।

স্ত্রীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই তিনি শুধালেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে হেলেন ?"

কোনরকম দ্বিধা বা বিচলিতভাব প্রকাশ না করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "গিয়েছিলাম আমার মার কাছে, আর্নল্ড অ্যান্ড কন্সটেবল-এর দোকানে, আর তোমার অনুরোধ মত হাসপাতালে।"

ডাক্তার আরও কয়েক পা গিয়ে স্ত্রীর হাতটা ধরলেন ; আপাত অচেতনভাবেই তার আঙুলটা পড়ল স্ত্রীর নাড়ির উপর।

"আর কোথাও ?" ডাক্তার শুধোলেন।

বিষণ্ণতম হাসি হেসে স্ত্রী মাথা নাড়লেন ; পরমুহূর্তেই যখন তার মনে পড়ল যে তার মাথা নাড়াটা ডাক্তার দেখতে পায় নি তখন তিনি ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আর কোথাও যাই নি কন্সট্যান্ট ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসেছি।"

আমি আশা করেছিলাম ডাক্তার এবার তার স্ত্রীর হাতটা ছেড়ে দেবেন ; কিন্তু তা তিনি করলেন না ; তার আঙুল তখনও স্ত্রীর নাড়ির উপরেই ধরা রইল।

ডাক্তার আবার শুধোলেন, "এখান থেকে যাবার পরে কার কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?"

স্ত্রী পর পর কয়েকটা নাম বলে গেলেন।

এবার স্ত্রীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ডাক্তার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তোমার তো বেশ ভালই কেটেছে।" তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, তিনি বেশ স্বস্তি লাভ করেছেন ; মানুষটির করুণ অবস্থা অনুভব করে আমার মনে তার প্রতি সহানুভূতি জাগল।

তথাপি তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম তার মনের অবস্থা এমন কিছু ভাল নয় ; তার চোখে জল কিছু নতুন জিনিস নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে যে অশ্রুধারায় তার দুই চোখ ভরে গিয়েছিল তার মধ্যে এমন কিছু তিক্ততা ছিল যার মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তির আভাষ সামান্যই ছিল। তথাপি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে তিনি স্বামীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"মেয়েমানুষকে বিচার করার ক্ষমতা যদি আমার থাকে তাহলে বলি, হেলেন জাব্রিস্কি অন্য অনেক মেয়ের চাইতে উঁচু স্তরের। তার স্বামী যে তাকে অবিশ্বাস করেন সেটা সহজেই বোঝা যায় কিন্তু ডাক্তারের ব্যাপারটাকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখছেন এটা তারই ফল, না চিত্তভ্রংশতারই লক্ষণ মাত্র, সেটাই এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তাদের দু'জনকে একত্র ছেড়ে যেতে আমার ভয় করে, অথচ মহিলাটিকে যখনই বলি স্বামী সম্পর্কে তিনি যেন একটু সতর্ক হয়ে চলেন তখনই তিনি শান্ত হাসি হেসে বলেন, ডাক্তার যদি তার গায়ে হাত তোলেন তাহলে তো তার আনন্দের আর সীমা থাকবে না,

www.BanglaBook.org

কারণ তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে তার কার্য-কলাপ বা তার কথাবার্তার জন্য তাকে দায়ী করাই চলে না।

"তথাপি এই ক্ষুব্ধ, দুঃখী মানুষটির হাতে তিনি যদি আহত হন তাহলে সেটা খুবই শোকের ব্যাপার হবে।

"আপনি বলেছিলেন, যতদূর সম্ভব বিস্তারিত বিবরণই আপনি চান; তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ডাঃ জারিস্কি তার স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতেই চান, কিন্তু অনেক সময়ই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্ত্রী যখন হাত ধরে তাকে কোথাও নিয়ে যান, বা চিঠিপত্র লেখার কাজে তাকে সাহায্য করেন, অথবা অন্য আরও অনেক ব্যাপারে তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তখনই ডাক্তার সৌজন্যের সঙ্গে এবং প্রায়ই সদয়ভাবে তাকে ধন্যবাদ জানান, অথচ আমি জানি ডাক্তারের একটিমাত্র সাদর আলিঙ্গন বা সস্নেহ হাসির বিনিময়ে মহিলাটি ডাক্তারের সমস্ত বাঁধাধরা খুলিই মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যাবেন। মনের নানা-বিধ শক্তির উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই এ কথা বললে অতিশয়োক্তি করা হবে; অথচ আর কি ভাবেই বা তার চরিত্রের এই সামঞ্জস্যহীনতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে?

"মানসিক যন্ত্রণার দুটি ছবি আমার সামনে আছে। দুপুরে ডাক্তারের আপিস ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ডাঃ জারিস্কি তার বড় চেয়ারটায় বসে চিন্তায় ডুবে আছেন, অথবা চেতনার অতল গহ্বরে নেমে স্মৃতি-রোমন্থনে ব্যস্ত আছেন। তার দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত চেয়ারের হাতলের উপরে রাখা আছে, আর একটি হাতে আছে মেয়েদের হাতের একটা দস্তানা। আমার চিনতে অসুবিধা হল না যে এই দস্তানাটাই আজ সকালে তার স্ত্রী হাতে পরেছিলেন। একটা বাঘ যে ভাবে তার শিকারকে ধরে রাখে অথবা একজন কৃপণ যে ভাবে তার স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে আঁকড়ে ধরে, ঠিক সেই ভাবে তিনি দস্তানাটা মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছিলেন, কিন্তু তার কঠিন মুখমণ্ডল ও দৃষ্টিহীন দুটি চোখই বলে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে তখন চলছিল বিপরীত মনোভাবের এক প্রবল সংঘাত, আর সেখানে কোমল মনোবৃত্তির কোন স্থানই ছিল না।

"সাধারণত প্রতিটি শব্দ সম্পর্কেই তিনি অত্যন্ত সচেতন, অথচ এই মুহূর্তে তিনি এতই আত্মমগ্ন ছিলেন যে আমার উপস্থিতিটাও টের পেলেন না। পুরো এক মিনিট সময় তার দিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম; শেষ পর্যন্ত একটি অন্ধ মানুষের গোপন যন্ত্রণার মুহূর্তে গোপনে তার উপর নজর রাখার একটা দুর্জয় লজ্জা আমাকে চেপে ধরল, আর আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু তার আগেই আমি দেখেছিলাম, নিশ্চল মুঠিতে চেপে ধরা একটা ছাগ-শিশুর নিষ্প্রাণ চামড়ার উপর চুম্বনের পর চুম্বনের ধারাবর্ষণ করে তীব্র অনুভূতির ঝড়ের পরে তার চোখে-মুখে একটা প্রশান্তির ভাব নেমে এসেছে। অথচ তার এক ঘণ্টা পরেই তিনি যখন স্ত্রীর বাহুতে ভর দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন তখন তার চাল-চলনে এমন কিছুই ছিল না যা দেখে বোঝা যায় যে স্ত্রীর প্রতি ডাক্তারের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেছে।

অপর ছবিটি অধিকতর দুঃখদায়ক। মিসেস জারিস্কির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমার কোনই

www.BanglaBook.org

মাথাব্যথা নেই ; কিন্তু এক ঘণ্টা আগে দোতলায় আমার ঘরে যাবার সময় সিঁড়ি থেকেই মুহূর্তের জন্য তার সমুন্নত দেহটাকে দেখতে পেলাম—এক প্রচণ্ড আক্ষেপে দুটো হাত মাথার উপরে তুলে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ; সেই মানসিক আক্ষেপের দরুণ তিনিও আমার উপস্থিতিটা টের পেলেন না, কয়েক ঘণ্টা আগে তার স্বামীও কোন টের পান নি। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের কোন সন্তান নেই !" এ কথাগুলি কি তার মুখ থেকেই বেরিয়েছিল, না কি মহিলাটির উচ্ছৃংখল আবেগই তার এই হাহাকারকে আমার কানে ধ্বনিত করে তুলেছিল ?"

* * *

এই পংক্তিগুলোর পাশাপাশি আমি, এবেনেজার গ্রাইচ, আমার নিজের দিনপঞ্জী থেকে কিছু অংশ এখানে রাখছি :

"পার্শ্ববর্তী হোটেলের দোতলার জানালা থেকে আজ সকালে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জাব্রিস্কি ভবনের উপরে নজর রেখেছি। ডাক্তার যখন রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন তখন তাকে দেখলাম, আবার যখন ফিরে এলেন তখনও দেখলাম। একটি কৃষ্ণকায় মানুষ তার সঙ্গে ছিল।

"আজ মিসেস জাব্রিস্কিকে অনুসরণ করলাম। এর পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা কি তা এখন প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি প্রথমে গেলেন ওয়াশিংটন স্কেয়ারের একটা বাড়িতে ; শুনেছিলাম সেখানে তার মা থাকেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে ক্যানাল স্ট্রীটে গেলেন, সেখানে কিছু কেনাকাটা করে হাসপাতালে পৌঁছে থামলেন ; আমিও তার পিছন পিছন ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, সেখানে তিনি অনেককে চেনেন। তিনি হাসিমুখে এক শয্যা থেকে আরেক শয্যায় ঘুরতে লাগলেন ; সে হাসির মধ্যে একমাত্র আমি দেখতে পেলাম ভগ্নহৃদয়ের দুঃখ। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, আমিও বের হলাম। সেখান থেকে শুধু এইটুকুই জানলাম যে মিসেস জাব্রিস্কি সুখে ও দুঃখে একইভাবে নিজের কর্তব্য করে থাকেন। তাকে একটি বিরল ও বিশ্বাসযোগ্য নারীই বলতে হবে, অথচ তার স্বামী তাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কেন ?

"আজকের দিনটা আমি কাটিয়েছি মিঃ হ্যাজব্রুকের মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত ডাক্তার ও মিসেস জাব্রিস্কির অতীত জীবনের তথ্য সংগ্রহের কাজে। ঠিক এই সময়ে আমার সংবাদের সূত্রটা উল্লেখ করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না ; তবে আমি জানতে পেরেছি, মিসেস জাব্রিস্কির এ রকম শত্রুর অভাব ছিল না যারা তার বিরুদ্ধে ছেনালীর অভিযোগ আনতে সর্বদাই প্রস্তুত ; যদিও তিনি কখনও প্রকাশ্যে তার মর্যাদাকে ত্যাগ করেন নি, তবু একাধিক ব্যক্তির মুখে শোনা গেছে, ডাঃ জাব্রিস্কির ভাগ্য ভাল যে তিনি অন্ধ কারণ তিনি যদি নিজের চোখে দেখতে পেতেন তার স্ত্রীর দেহ-সৌন্দর্যের কত স্তাবক তাকে ঘিরে রেখেছে, তাহলে যে যন্ত্রণা তিনি পেতেন কেবল স্ত্রীর রূপ-সুধা পান করলেই তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হত না।

"সব গুজবেই অল্প-বিস্তর অতিরঞ্জন থাকে, সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, তথাপি এই সব গল্পের সঙ্গে যখন একজনের নামকে জড়ানো হয় তখন তার মধ্যে কিছুটা সত্য অবশ্যই থাকে। আর

www.BanglaBook.org

মাথাব্যথা নেই ; কিন্তু এক ঘণ্টা আগে দোতলায় আমার ঘরে যাবার সময় সিঁড়ি থেকেই মুহূর্তের জন্য তার সমুন্নত দেহটাকে দেখতে পেলাম—এক প্রচণ্ড আক্ষেপে দুটো হাত মাথার উপরে তুলে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ; সেই মানসিক আক্ষেপের দরুণ তিনিও আমার উপস্থিতিটা টের পেলেন না, কয়েক ঘণ্টা আগে তার স্বামীও যেমন টের পান নি। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের কোন সন্তান নেই!" এ কথাগুলি কি তার মুখ থেকেই বেরিয়েছিল, না কি মহিলাটির উচ্ছৃংখল আবেগই তার এই হাহাকারকে আমার কানে ধ্বনিত করে তুলেছিল ?"

* * *

এই পংক্তিগুলোর পাশাপাশি আমি, এবেনেজার গ্রাইচ, আমার নিজের দিনপঞ্জী থেকে কিছু অংশ এখানে রাখছি :

"পার্শ্ববর্তী হোটেলের দোতলার জানালা থেকে আজ সকালে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জারিস্কি ভবনের উপরে নজর রেখেছি। ডাক্তার যখন রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন তখন তাকে দেখলাম, আবার যখন ফিরে এলেন তখনও দেখলাম। একটি কৃষ্ণকায় মানুষ তার সঙ্গে ছিল।

"আজ মিসেস জারিস্কিকে অনুসরণ করলাম। এর পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা কি তা এখন প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি প্রথমে গেলেন ওয়াশিংটন স্কোয়ারের একটা বাড়িতে ; শুনেছিলাম সেখানে তার মা থাকেন। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে তিনি গাড়ি চালিয়ে ক্যানাল স্ট্রীটে গেলেন, সেখানে কিছু কেনাকাটা করে হাসপাতালে পৌঁছে থামলেন ; আমিও তার পিছন পিছন ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, সেখানে তিনি অনেককে চেনেন। তিনি হাসিমুখে এক শয্যা থেকে আরেক শয্যায় ঘুরতে লাগলেন ; সে হাসির মধ্যে একমাত্র আমি দেখতে পেলাম ভগ্নহৃদয়ের দুঃখ। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, আমিও বের হলাম। সেখান থেকে শুধু এইটুকুই জানলাম যে মিসেস জারিস্কি সুখে ও দুঃখে একইভাবে নিজের কর্তব্য করে থাকেন। তাকে একটি বিরল ও বিশ্বাসযোগ্য নারীই বলতে হবে, অথচ তার স্বামী তাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কেন ?

"আজকের দিনটা আমি কাটিয়েছি মিঃ হ্যাজরুকের মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত ডাক্তার ও মিসেস জারিস্কির অতীত জীবনের তথ্য সংগ্রহের কাজে। ঠিক এই সময়ে আমার সংবাদের সূত্রটা উল্লেখ করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না ; তবে আমি জানতে পেরেছি, মিসেস জারিস্কির এ রকম শত্রুর অভাব ছিল না যারা তার বিরুদ্ধে ছেনালীর অভিযোগ আনতে সর্বদাই প্রস্তুত ; যদিও তিনি কখনও প্রকাশ্যে তার মর্যাদাকে ত্যাগ করেন নি, তবু একাধিক ব্যক্তির মুখে শোনা গেছে, ডাঃ জারিস্কির ভাগ্য ভাল যে তিনি অন্ধ কারণ তিনি যদি নিজের চোখে দেখতে পেতেন তার স্ত্রীর দেহ-সৌন্দর্যের কত স্তাবক তাকে ঘিরে রেখেছে, তাহলে যে যন্ত্রণা তিনি পেতেন কেবল স্ত্রীর রূপ-সুধা পান করলেই তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হত না।

"সব গুজবেই অল্প-বিস্তর অতিরঞ্জন থাকে, সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, তথাপি এই সব গল্পের সঙ্গে যখন একজনের নামকে জড়ানো হয় তখন তার মধ্যে কিছুটা সত্য অবশ্যই থাকে। আর

www.BanglaBook.org

এ ক্ষেত্রেও একটা নামের উল্লেখ করা হয়, যদিও এখানে তার পুনরুল্লেখ করাটা আমি সমীচিন বলে মনে করি না ; আর আমি নিজে ঘটনাটাকে সত্য বলে স্বীকার করতে যতই অনিচ্ছুক হই, এই নামটার সঙ্গে সন্দেহগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তা দিয়ে স্বামীর ঈর্ষার একটা ব্যাখ্যা সহজেই পাওয়া যেতে পারে। এ কথা সত্যি, এমন কাউকে খুঁজে পাই নি যে সাহস করে বলতে পারে যে এখনও মহিলাটি একমাত্র তার বৈধ মালিকটি ছাড়া অন্য কারও মন মাতিয়ে বা তার উদ্দেশে হাসি ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ান। কারণ যে বিশেষ স্মরণীয় রাতটার কথা আমরা সকলেই জানি তার পর থেকে ডাঃ জারিস্কি অথবা তার স্ত্রী কাউকেই তাদের সাংসারিক পরিমণ্ডলের বাইরে দেখা যায় নি, আর যে বিষধর সাপটির কথা আমি বলেছি সেও কখনও সে সব দৃশ্যে অনধিকার প্রবেশ করে নি, এবং দুঃখে ও যন্ত্রণায় ভরা সেই সব স্থানে সে আর কোন দিন তার হাসি ছড়ায় নি, বা তার মোহিনী-শক্তিকে প্রকাশ করে নি।

"আর আমার ধারণার একটি অংশ এই ভাবেই নির্ভুল বলে প্রমাণিত হল। ডাঃ জারিস্কি তার স্ত্রীকে ঈর্ষা করেন : তার স্বপক্ষে ভাল কারণ আছে কি নেই সেটা স্থির করা আমার কাজ নয় ; যে শোকাবহ ঘটনার সঙ্গে তিনি এবং তার স্বামী দুজনই জড়িত তার দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় তার বর্তমান মনোভাব এবং তার জীবন যখন সন্দেহের মেঘ থেকে মুক্ত ছিল, আর তার স্তাবকের সংখ্যা ছিল অগুণতি তখনকার মনোভাবের মধ্যে বিস্তর ফারাক তো থাকবেই।

"এইমাত্র আমি হ্যারি কোথায় আছে সে খোঁজও পেয়েছি। নদীটার কয়েক মাইল উজানে সে চাকরি করে ; কাজেই কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে এখানে অনুপস্থিত থাকতে হবে, কিন্তু আমি মনে করি খেলাটা লাভজনকই হবে।

"অবশেষে আলো দেখতে পেলাম। আমি হ্যারির দেখা পেয়েছি, এবং পুলিশের মাধ্যমেই তার সঙ্গে কথাও বলেছি। তার গল্পটা মোটামুটি এই রকম : বার বার উল্লেখিত সেই রাতে আটটার সময় সে তার মনিবের পোর্টমেণ্টোটা গুছিয়ে ফেলে এবং দশটা বাজলে একটা গাড়ি ডেকে এনে ডাক্তারকে তুলে নিয়ে ঊনত্রিশ স্ট্রীট স্টেশনের দিকে যাত্রা করে। তাকে বলা হয়েছিল পুঘকিপ্সির টিকিট কাটতে, সেখানেই তার মনিবকে একটা ডাক্তারি পরামর্শের জন্য ডাকা হয়েছিল ; টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে সে তার মনিবের সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িটা পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পরে ডাঃ জারিস্কি ট্রেনে পা দিতে যাবেন এমন সময় একটি লোক তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মনিবের কানে কানে কিছু বলতেই তিনি একটু পিছিয়ে যান এবং পা পিছলে পড়ে যান। ডাঃ জারিস্কির দেহের অর্ধেকটা গাড়ির নীচে চলে যায়, কিন্তু কোনরকম ক্ষতি হবার আগেই তাকে তুলেও আনা হয়, যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়িটা একটু কাৎ হয়ে পড়ায় তিনি খুব ভয় পান, কারণ তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর হ্যারি যখন পুনরায় গাড়িতে উঠতে তাকে সাহায্য করতে চাইল তখন তিনি গাড়িতে উঠতে আপত্তি করে বললেন যে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন, সে রাতে আর পুঘকিপ্সি যাবার চেষ্টা করলেন না।

"এতক্ষণে হ্যারি সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারল ; তিনি ডাঃ জারিস্কির একজন ঘনিষ্ট বন্ধু।

www.BanglaBook.org

ডাক্তারের কথা শুনে তিনি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন ; তারপর ডাক্তারের হাত ধরে একটা গাড়ির দিকে নিয়ে চললেন। স্বভাবতই হ্যারি তাদের অনুসরণ করল, কিন্তু তার পায়ের শব্দ শুনেই ডাক্তার ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় তাকে অমনিবাস ধরে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিতীয় চিন্তার পরে বললেন, তার পরিবর্তে সেই বরং পুঘকিপসি চলে যাক এবং সেখানকার লোকজনকে সব ঘটনা বলে জানিয়ে দিক যে পরদিন সকালেই তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। কথাগুলি হ্যারির কাছে আশ্চর্য মনে হলেও মনিবের হুকুম অমান্য করার মত কোন কারণ তার ছিল না, আর তাই সে পুঘকিপসিতেই ফিরে গেল। ডাক্তার কিন্তু পরের দিনও সেখানে গেলেন না ; বরং হ্যারিকেই তার করে দিলেন ফিরে আসার জন্য ; আর সে ফিরে এলেই তাকে এক মাসের মাইনে দিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। এই ভাবেই জারিস্কি পরিবারের সঙ্গে হ্যারির সম্পর্কের অবসান ঘটল।

"প্রীটি আগেই আমাদের যা বলেছিলেন এই সরল কাহিনীটাতে তারই সমর্থন পাওয়া গেল ; কিন্তু এই কাহিনী থেকে এমন একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল যেটা খুবই মূল্যবান প্রমাণিত হতে পারে। মিঃ স্ট্যানটেন, যার প্রথম নাম থিয়োডোর, নিশ্চয় জানেন কেন ১৮৫১-র সতেরোই জুলাই তারিখে রাতে ডাক্তার বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। অতএব মিঃ স্ট্যানটেনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, আর আগামী কাল সেটাই হবে আমার কাজ।

"খাজী মাৎ! থিয়োডোর স্ট্যানটেন এদেশেই নেই। যদিও এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে ডাঃ জারিস্কি এই লোকটির কাছ থেকেই পিস্তলটা কিনেছিলেন, তবু তাতে আমার কাজের কোন সুবিধা হল না ; বরং সেটা ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠল।

"মিঃ স্ট্যানটেনের খুব ঘনিষ্ট বন্ধুরাও তার খোঁজ-খবর রাখত না। এক বছর আগে জুলাই মাসের আঠারো তারিখে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি এ দেশ থেকে জাহাজে চেপেছিলেন, আর সেই তারিখটাই ছিল মিঃ হ্যাজরুক খুন হবার ঠিক পরের দিন। এটাকে তো পালিয়ে যাওয়া বলেই মনে হয়, বিশেষ করে সে যখন তারপর থেকেই ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও প্রকাশ্যে যোগাযোগ রাখতেন না। তাহলে তিনিই কি সেই লোক যিনি মিঃ হ্যাজরুককে গুলি করেছিলেন ? না ; কিন্তু তিনিই সেই লোক যিনি সেই রাতে ডাঃ জারিস্কির হাতে পিস্তলটা তুলে দিয়েছিলেন, আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সে কাজটা করুন আর না করুন, পরবর্তী দুঘটনায় তিনি এতদূর শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে বিদেশগামী প্রথম স্টিমারেই তিনি ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত সব কিছুই পরিষ্কার, কিন্তু এখনও অনেক রহস্যের সমাধান হয় নি, আর সেজন্য প্রয়োজন আমার চরম কর্মদক্ষতা। যে ভদ্রলোকটির নামের সঙ্গে মিসেস জারিস্কির নামটাকে জড়ানো হয়েছে তাকে যদি আমি খুঁজে বের করতে পারি, আর তাকে যদি মিঃ স্ট্যানটেনের সঙ্গে বা সেই রাতের ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, তাহলে কেমন হয় ?

"ইউরেকা ! আমি আবিষ্কার করেছি যে অনেকদিন থেকেই উক্ত ভদ্রলোক মিঃ স্ট্যানটেনের প্রতি একটা মারাত্মক ঘৃণা পোষণ করতেন। এটা ছিল একটা গোপন প্রণয়ের ব্যাপার, কিন্তু তাই বলে কিছু

www.BanglaBook.org

কম মারাত্মক নয়; এর জন্য তাকে কখনও অমিতব্যয়ী হতে হয় নি সত্য, কিন্তু সেই ভদ্রলোকটির জীবনে যে সব গোপন দুর্ভাগ্যের ঘটনা ঘটেছিল এর মধ্যেই তার একটা জোরালো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। এখন, আমি যদি প্রমাণ করতে পারি যে তিনিই সেই মেফিস্টোফিলিস যে আমাদের অন্ধ ফাউস্টের কানে চুপি চুপি অনেক অভিযোগের বিষ ঢেলেছে, তাহলে হয়তো আমি এমন একটা ঘটনায় পেঁছিতে পারব যার সাহায্যে আমি হয়তো এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।

"কিন্তু দুঃখী স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রকাশের জন্যই যে নারীকে আমি শ্রদ্ধা করতে বাধ্য তাকে একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর গোপন ব্যাপারের সঙ্গে না জড়িয়েই বা আমি কেমন করে অগ্রসর হব!

"আমাকে জো স্নিদার্সের শরণাপন্ন হতেই হবে। এ কাজটা করতে সব সময়ই আমি ঘৃণাবোধ করি, কিন্তু যতদিন সে টাকা নেবে, আর সত্যলাভের জন্য যে সব মানুষের কাছে আমি যেতেই পারব না অথচ সেই সব সূত্র থেকে সত্যকে জানার মত উর্বর মস্তিষ্ক তার থাকবে, ততদিন তার পঞ্চশরের ভূমিকা ও প্রতিভার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে। একদিক থেকে সে তো একজন সম্মানিত মানুষ, আমাদের ব্যবহারের জন্য সে যা সংগ্রহ করে তাকে কখনও গুজব বানিয়ে বাজারে ছাড়ে না। এই ব্যাপারে সে কি ভাবে অগ্রসর হবে, কোন্ কৌশলে আমাদের প্রয়োজনীয় গোপন খবরটি সে সংগ্রহ করবে? আমি স্বীকার করছি, সেটা দেখার জন্যই আমি কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

"এই রাতের ঘটনাগুলি আমাকে সবিস্তারে লিখে রাখতে হবেই। আগেই জানতাম পুলিশের কাছে জো স্নিদার্স বহুমূল্যবান, কিন্তু সে যে এত উঁচুদরের প্রতিভার অধিকারী সেটা সত্যি আমি জানতাম না। আজ সকালেই সে আমাকে লিখেছে মিঃ টি—তাকে কথা দিয়েছে আজকের সন্ধ্যাটা সে তার সঙ্গেই কাটাবে, আর আমাকেও পরামর্শ দিয়েছে যে ইচ্ছা করলে আমিও সেখানে হাজির থাকতে পারি; তার নিজের চাকরটা তখন বাড়ি থাকবে না, বোতল খুলবার মত একটা লোকের দরকার তো হবেই।

"যেহেতু নিজের চোখে মিঃ টি—কে দেখার জন্য আমিও খুব আগ্রহী ছিলাম, তাই একজন গুপ্তচরের উপর গুপ্তচরগিরির আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলাম এবং যথাসময়ে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এ অবস্থিত মিঃ স্নিদার্সের বাসভবনে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরগুলি সত্যি খুব সুন্দর। রাশি রাশি বই সিলিং পর্যন্ত এমনভাবে স্তূপ করে রাখা হয়েছে যাতে ঘরের যে সব কোণ ও ফাঁক-ফোকর পুরনো ছবি দিয়েই ঢেকে দেওয়া যেত তা না করে সেগুলিকে চলন্ত ফ্রেমে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে মালিকের ইচ্ছামত ফ্রেমগুলিকে বাইরের দিকে বা ভিতরের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়।

"সেই সব ছবির কালো কালো ছায়াগুলি আমার ভাল লাগায় আমি সেগুলিকে বাইরের দিকে ঠেলে দিলাম, এবং এমন আরও কিছু ব্যবস্থা করে নিলাম যাতে আমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুবিধা হতে পারে। তারপর বসে বসে ভদ্রলোক দুজনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা এসে পড়লেন, আর আমিও উঠে পড়লাম যথাযথভাবে নিজের কাজটি

www.BanglaBook.org

করার জন্য। মিঃ টি—র ওভার কোটটি খুলতে খুলতেই এক নজরে তার মুখটা দেখে নিলাম। মুখটা সুন্দর নয়, কিন্তু তাতে এমন একটা বেপরোয়া খুশির ভাব আছে যা নিঃসন্দেহে অনেক নারীকেই বিপদে ফেলতে পারে ; তার আচার-আচরণ খুবই আকর্ষণীয়, আর তার মত সুললিত ও প্ররোচনাক্ষম কণ্ঠস্বর আমি আগে কোন দিন শুনি নি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার সঙ্গে ডাঃ জাব্রিস্কির তুলনা করে বসলাম, এবং সিদ্ধান্ত করে ফেললাম যে অধিকাংশ নারীর কাছেই প্রথমোক্ত জনের বাচনভঙ্গী ও আচরণের সন্দেহাতীত আকর্ষণের পাল্লা দ্বিতীয়োক্ত জনের অসামান্য সৌন্দর্য ও মানসিক গুণাবলীর পাল্লার চাইতে অনেক বেশী ভারী ; কিন্তু এই মহিলার ক্ষেত্রে সেটা সত্য হবে কি না তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ থেকে গেল।

"সঙ্গে সঙ্গে যে সব কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল সেটা উঁচুদরের কিন্তু বিক্ষিপ্ত, কারণ মিঃ স্নিদার্স তার নিজস্ব হালকা বাকভঙ্গীর সাহায্যে একটার পর একটা নতুন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করতে লাগলেন ; হয় তো তার উদ্দেশ্য মিঃ টি-র বহুধাবিস্তৃত পাণ্ডিত্যকে তুলে ধরা, এবং হয়তো আরও একটা গভীরতর অধিকতর অসাধু উদ্দেশ্যও তার মনে ছিল : হয় তো তিনি আলোচনার বহুরূপী (Kaliodoscope) যন্ত্রটাকে এমনভাবে নেড়ে দিতে চাইছিলেন যাতে আসলে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা সেখানে হাজির হয়েছিলাম সেদিকে তার অতিথির নজরটা অযথা খুব বেশী মাত্রায় না পড়ে।

"ইতিমধ্যে এক, দুই, তিনটে বোতল খালি হয়ে গেল, আর আমি দেখলাম মিঃ জো স্নিদার্সের চোখ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে, আর মিঃ টি—র চোখ হয়ে উঠছে আরও উজ্জ্বল, আরও উদ্ভ্রান্ত। শেষ বোতলেই মিঃ টি—কাৎ হয়ে পড়তেই জো অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, এবং তারপরেই শুরু হল সে সন্ধ্যার আসল খেলা।

"অতিথির মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগিয়ে যে সব তথ্যের সন্ধানে আমরা ব্রতী হয়েছিলাম তাকে বের করার চেষ্টায় জো যে আধা ডজন ভুল করেছিল তার উল্লেখ এখানে করব না। আমি শুধু জানাব সফল প্রচেষ্টার কথাটা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাদের কথাবার্তা চলল ; অনেক আগেই ইসারায় আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর আমি একটা ছবির পিছনে আমার কৌতূহল ও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে নিয়ে লুকিয়ে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শুনলাম জো বলছে :

"তার মত এমন স্মৃতিশক্তি আমি অন্য কারও মধ্যে দেখি নি। কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে তিনি তার প্রতিদিনের বিবরণ দিতে পারতেন।"

"ফুঃ !" তার সঙ্গী জবাব দিলেন ; এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, তারিখের ব্যাপারে নিজের স্মৃতি-শক্তি নিয়ে তার গর্ব করার কথাটা সকলেই জানত "একটা পুরো বছরের মধ্যে আমি প্রতিটি দিন কোথায় গিয়েছি আর কি করেছি সব বলে দিতে পারি আপনি যাকে 'উল্লেখযোগ্য' ঘটনা বলছেন সেগুলি হয়তো তার মধ্যে পড়ে না, কিন্তু সেখানেই তো আরও উল্লেখযোগ্য স্মৃতিশক্তির দরকার, তাই নয় কি ?"

www.BanglaBook.org

"তাকে আরও উস্কে দিতে তার বন্ধু বললেন, "ফুঃ! তুমি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছ বেন; এ কথা আমি কখনও মানব না।"

"ততক্ষণে মিঃ টি— নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে গেছেন; মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে, ঠোঁট থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলিকে বাতাসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন; আরও জানালেন নিজের সেই গর্বিত ক্ষমতার যে কোন প্রমাণ দিতে তিনি রাজি আছেন।"

'তোমার তো একটা দিনপঞ্জী আছে'—জো শুরু করলেন।

'বাড়িতে আছে,' অপরজন কথাটা শেষ করল।

'তোমার স্মৃতির যাথার্থ্য সম্পর্কে আমার মনে যদি কোন সন্দেহ জাগে তাহলে কাল কি সেটা আমাকে দেখাতে পারবে?'

'নিঃসন্দেহ,' অপরজন উত্তর দিল।

'ঠিক আছে, তাহলে কুল্যে পঞ্চাশ বাজী রাখছি, আমি যে বিশেষ রাতটার উল্লেখ করব সেই রাতে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে তুমি কোথায় ছিলে সেটা আমাকে বলতে পারবে না।'

'পাক্কা!' পকেট-বইটা বের করে তার সামনে ফেলে দিয়ে অপরজন চীৎকার করে বলল।

জো তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন এবং তারপরেই আমাকে ডেকে পাঠালেন।

ক্ষুরধার ছুরির মত শানিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটুকরো কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি হুকুম করলেন, "এখানে একটা তারিখ লেখ।" আমাকে ইতস্তত করতে দেখে আরও বললেন, "যে কোন একটা তারিখ লেখ হে। দিন, মাস ও বছর লেখ, কেবল খুব বেশী পিছিয়ে যেয়ো না; দুই বছরের বেশী তো নয়ই।"

"মনিবদের খেলায় যোগ দেবার অনুমতি-পাওয়া খানসামার মত হেসে একটা লাইন লিখে আমি সেটাকে মিঃ স্নিদার্সের সামনে রাখলাম, আর তিনিও অবহেলার ভঙ্গীতে সেটাকে ঠেলে দিলেন তার সঙ্গীর দিকে। আপনারা অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন কোন তারিখটা আমি লিখেছি; জুলাই, ১৭, ১৮৫১। স্পষ্টতই মিঃ টি—এটাকে একটা খেলা হিসাবেই নিয়েছিলেন, কিন্তু লেখাগুলি পড়েই তার মুখটা লাল হয়ে গেল, এবং মুহূর্তকালের জন্য মনে হল, জো স্নিদার্সের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাব দেওয়ার চাইতে সেখান থেকে পালাতে পারলেই তিনি বেঁচে যান।

"শেষ পর্যন্ত তিনি এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি সেখান থেকে আমার গোপন জায়গাটাতে ফিরে গেলাম; তখন তিনি বললেন, 'যখন কথা দিয়েছি তখন সে কথা আমি রাখবই। তবে আমি মনে করছি যে নাম-ধামগুলি আপনি চাইছেন না, মানে সে সম্পর্কে কিছু বলাটা বড়ই লজ্জাজনক ব্যাপার।"

অপরজন উত্তর দিলেন, 'আরে, না না; কেবল ঘটনা ও স্থানটা পেলেই চলবে।'

তিনিও বললেন, 'আমি তো মনে করি স্থানের উল্লেখটাও দরকারী নয়। আমি কি কি করেছি সেটাই শুধু বলব, আর তাতেই আপনার কাজ চলে যাবে। রাস্তার নাম আর নম্বর বলব বলে তো আমি

www.BanglaBook.org

কথা দেই নি।'

জো উল্লসিত গলায় বলল, 'বেশ, বেশ, তোমার পঞ্চাশ তো উপার্জন কর, তাহলেই হল। ১৮৫১-র সতেরোই জুলাই রাতে তুমি কোথায় ছিলে সেটা যে তোমার মনে আছে সেটা বুঝিয়ে দাও, তাহলেই আমি খুশি হব।'

"মিঃ টি বললেন, 'একটা জিনিসের জন্য ক্লাবে গিয়েছিলাম ; তারপর একটি বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর এগারোটা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। বান্ধবীর পরনে ছিল নীল মসলিন—ওটা কি ?'

"দোষটা আমারই ; উত্তেজনাবশে দ্রুত সরতে গিয়ে একটা কাঁচের গ্লাসকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিলাম। সেই রাতে হেলেন জারিস্কি একটা নীল মসলিনই পরে ছিলেন ; বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন তার ও তার স্বামীর উপর নজর রেখেছিলাম তখনই সেটা আমার চোখে পড়েছিল।

"কথা বললেন জো, ওই শব্দটা ? রুবেনকে আমি যতটা জানি আপনি ততটা জানেন না, নাহলে প্রশ্নটা করতেনই না। দুঃখের সঙ্গেই বলছি, আমার বোতলগুলি নিঃশেষ করার পরে প্রতি তৃতীয় বোতলটাকে ভেঙে ফেলে নিজের ফুর্তিটাকে বাড়িয়ে তোলা তার অনেক দিনের রীতি।

"মিঃ টি—বলতে লাগলেন।

'তিনি একটি বিবাহিতা নারী, আর আমি মনে করতাম তিনি আমাকে ভালবাসেন ; কিন্তু—আমি যে আপনাকে সে রাতের একটা অবিকল বিবরণ দিচ্ছি এটাই তার সব চাইতে বড় প্রমাণ—আমার ভালবাসার আবেগ যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে সে সম্পর্কে তার তিলমাত্র ধারণা ছিল না বলেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে তার মুখের একটি কথাই আমাকে সোজা করে দেবে এবং তার প্রতি আমার যে আকর্ষণ অতি দ্রুত একটা বিশ্রী পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তার হাত থেকেও তিনি রেহাই পাবেন। জীবনে যে সর্বত্রই কেবল জয়ের মুখই দেখেছে তার পক্ষে সেদিনকার পরিণতিটা ছিল বড়ই করুণ ; আমার দিনপঞ্জীর সব চাইতে ঘৃণার্হ দিনটিকে দিয়েই আপনি আমাকে চেপে ধরেছেন, আর—'

"এই পর্যন্ত এসেই তার বিবরণের আকর্ষণ থেমে গেল, অতএব আর বেশী উদ্ধৃতি দিয়ে সময় নষ্ট করব না। এর পরেই যদি জো স্নিদার্স তার স্বাভাবিক দামের দ্বিগুণ চেয়ে বসে—পরের বারে সে নির্ঘাৎ সেটাই চাইবে—তাহলে তাকে আমি কি জবাব দেব ? সে কি কিছু অগ্রীম পাবার যোগ্য নয় ? আমি তো তাই মনে করি।

"সারাটা দিন আমি সঞ্চিত ঘটনাগুলিকে এবং তার উপর নির্ভর করে যে সব সন্দেহ আমার মনে দানা বেঁধেছে সে সব কিছুকে এক সঙ্গে বুনে এমন একটা সামগ্রিক ছবিকে গড়ে তুলেছি যাতে আমার উপরওয়ালাদের চোখে আমার অভিমতটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। এইভাবে যখন তাদের সামনে উপস্থিত হবার জন্য নিজেকে তৈরি করছি তখন তাদেরই কাছে হাজির হবার একটা জরুরী ডাক আমার কাছে এসে পৌঁছে গেল। আর সেখানে পৌঁছনোমাত্রই এমন একটা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত কাজের

www.BanglaBook.org

ভার আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হল যে তার ফলে জাব্রিস্কি-রহস্যের সমাধানকল্পে আমার মনে যে সব পরিকল্পনা জমে উঠেছিল সে সবই কার্যত আমার মন থেকে একেবারেই মুছে গেল।

"আসলে সে কাজটা হল—একটা পুরো দল জার্সি পাহাড়ে যাচ্ছে ডাঃ জাব্রিস্কির পিস্তল চালানোর কৌশলটা পরীক্ষা করতে, আর তাদের সকলের দায়িত্ব নেবার ভার পড়েছে আমার উপর।"

॥ ৩ ॥

এই আকস্মিক স্থান-পরিবর্তনের কারণটা অচিরেই আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। ব্যাপারটা বর্তমানে যে অবস্থায় চলছিল তার একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য মিসেস জাব্রিস্কি অনুরোধ জানালেন, তার স্বামীকে আরও কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হোক। সেটা মেনে নিয়ে একটা কঠোর, নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থাও করা হল, কিন্তু তারও ফলাফল পূর্বেকার তদন্তের অনুরূপই হল। চারজন তদন্তকারীর মধ্যে তিনজনই তাকে উন্মাদ সাব্যস্ত করলেন এবং অপর যে বিশেষজ্ঞ যুবকটি ঐ একই বাড়িতে তার সঙ্গে বাস করতেন তার রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলেও তারা তিনজন কিছুতেই নিজেদের মত পাল্টালো না। ডাঃ জাব্রিস্কি তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, এবং আগের মতই প্রস্তাব করলেন যে পিস্তল ছুঁড়বার দক্ষতা দেখিয়ে তার মানসিক সুস্থতার প্রমাণ দেবার একটা সুযোগ তাকে দেওয়া হোক। এবারে সকলের মনোভাবই তার স্বপক্ষে গেল এবং মিসেস জাব্রিস্কিও প্রস্তাবটি শোনামাত্রই সেটাকে সমর্থন করলেন।

তদনুসারে একটা পিস্তল আনা হল; কিন্তু সেটাকে চোখে দেখামাত্রই মিসেস জাব্রিস্কির সব সাহস উবে গেল; নিজের মত পরিবর্তন করে তিনি অনুরোধ করলেন যে পরীক্ষাটাকে পরদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক এবং সেটা করা হোক অপ্রয়োজন দর্শকদের চোখ ও কান থেকে অনেক দূরে কোন জঙ্গলের মধ্যে।

যদিও ব্যাপারটা সেখানেই এবং সেই মুহূর্তেই মিটিয়ে ফেলাই উচিত ছিল, তথাপি সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপর চাপ দেওয়া হল তিনি যেন মহিলার অনুরোধটি মেনে নেন, আর এই ভাবেই আমি নিজে একটি অতি গম্ভীর নাটকের শেষ দৃশ্যের একজন অংশগ্রহণকারী না হয়ে একজন দর্শক মাত্র হয়ে গেলাম।

এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা মানুষের মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে তা তার স্মৃতি পরবর্তী সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। যদিও আমি নীতি হিসাবেই স্থির করেছি, যে শোকাবহ ঘটনাক্রমের মধ্যে আমি বারবার জড়িয়ে পড়ছি তাকে যত শীঘ্র সম্ভব ভুলে যাব, তবু আমার জীবনে এমন একটা দৃশ্য এসেছে যেটা আমার ইচ্ছামত বিদায় নেবে না; আর সেটা হল, ডাঃ জাব্রিস্কি

www.BanglaBook.org

ও তার স্ত্রীকে যখন একটা ছোট নৌকোয় চড়িয়ে সেই স্মরণীয় অপরাহ্নে জার্সির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন নৌকোর গলুই থেকে যে দৃশ্যটি আমার চোখে পড়েছিল।

দিন তখনও শেষ হয়ে যায় নি, সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, যে উজ্জ্বল লাল আভা সারা আকাশকে ভরে দিয়ে আমার সম্মুখের আধা ডজন মানুষের মুখের উপর এসে পড়েছিল তার ফলে সেই দৃশ্যটির শোকাবহতা আরও বেশী করে মনের উপর দাগ কেটেছিল, যদিও তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারি নি।

স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তার বসে ছিলেন পিছনের গলুইতে, আর তাদের মুখের উপরেই নিবদ্ধ ছিল আমার দৃষ্টি। তার দুটি দৃষ্টিহীন চোখের মণিতে আলোর ঝিলিক বিষণ্ণ উজ্জ্বলতায় চিকচিক করছিল, আর তার সেই পলকহীন আঁখি-পল্লবের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম যেন আমি বুঝতে পারলাম চারদিকের সূর্যালোকের মাঝখানে অন্ধ হওয়াটা কত গভীর দুঃখের। ওদিকে মহিলার চোখ দুটি ছিল অবনত, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখে এমন একটা অসহায় দুঃখ ফুটে উঠেছিল যাতে তার চেহারাটাই হয়ে উঠেছিল এক সীমাহীন করুণার আধার আর আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জেগেছিল যে স্বামী যদি তার এই চেহারা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি কিছুতেই এই নির্বিকার ও অসহযোগিতার মনোভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন না যার ফলে স্ত্রীর ঠোঁটের সব শব্দই জমাট বেঁধে যাচ্ছে এবং তার পক্ষে কথা বলাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

তাদের ঠিক সামনের আসনে বসে আছেন ইন্সপেক্টর ও একজন ডাক্তার, এবং কোন জায়গা থেকে, সম্ভবত ইন্সপেক্টরের কোটের ভিতর থেকেই, ভেসে আসছে একটা ছোট ঘড়ির একঘেয়ে টিক-টিক শব্দ; আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে, সেটাই হবে অন্ধ মানুষটির গুলির টার্গেট।

চারদিকে যানবাহন চলাচলের হৈ-হট্টগোল; তার মধ্যেই আমার কানে আসছিল কেবলমাত্র সেই টিক্-টিক্ শব্দ। আমার নিশ্চিত ধারণা, মহিলাটিও কেবল সেই শব্দটাই শুনছিলেন; বুকের উপর একটা হাত চেপে ধরে এবং বিপরীত তীরের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে তিনি তখন সেই ঘটনাটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন যা দিয়ে নির্ধারিত হবে তার ভালবাসার মানুষটি একজন অপরাধী, না ঈশ্বরের দেওয়া যন্ত্রণায় দীর্ণ একটি জীবমাত্র, আর সেই কারণেই তার বিরামবিহীন যত্ন ও সেবার পাত্র।

সূর্যের শেষ রক্তিমাভা যখন জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ল, নৌকোটা ডাঙায় এসে ভিড়ল, আর আমার উপরেই পড়ল মিসেস জারিস্কিকে ধরে তীর থেকে উপরে তোলার ভার। সে কাজটা করতে গিয়ে আমি বললাম: "আমি আপনার বন্ধু মিসেস জারিস্কি"; সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম তিনি কাঁপতে কাঁপতে একটি ভয়ার্ত শিশুর মত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন; তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কিন্তু তার মুখে তো এই শিশুসুলভ সরলতা ও কঠোরতার একটা মিশ্রণ আগাগোড়াই আছে, যেমন থাকে মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের মুখে; এই সুন্দরী অথচ যন্ত্রণাদীর্ণ নারীর জন্য একটু বাড়তি

www.BanglaBook.org

করুণা বোধ করা ভিন্ন অন্য কিছুই না করে আমি সময়টা কাটিয়ে দিলাম, অথচ অন্য কিছুই হয় তো করার ছিল।

জঙ্গলের পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে এগোবার সময় কে যেন আমার কানে কানে বলল, "গত রাতে ডাক্তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ কথা হয়েছে।" ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যার দিনপঞ্জীর অংশবিশেষ আমি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। তিনি এসেছেন অন্য একটা নৌকোতে।

তিনি আরও বললেন, "কিন্তু তাদের সুজনের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাতে তো সেটা কমেছে বলে মনে হয় না।" তারপরেই কৌতূহলী দ্রুত সুরে তিনি শুধালেন : "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে স্বামীর দিক থেকে এই প্রচেষ্টার ফল একটা প্রহসনের চাইতে বেশী কিছু হবে ?"

"আমি বিশ্বাস করি প্রথম গুলিতেই তিনি ঘড়িটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবেন," আমি এই উত্তর দিলাম, কিন্তু তার বেশী কিছু বলতে পারলাম না, কারণ এর মধ্যেই আমরা সেই জমিটাতে পৌঁছে গেছি যেটা নির্বাচিত হয়েছে পিস্তলের পরীক্ষার জন্য। এবং দলের নানা জনকে যার যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তারের কাছে আলো আর অন্ধকার দুইই সমান। পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ইন্সপেক্টর ও দুজন ডাক্তার। তাদের একজনের হাতে ডাঃ জারিস্কির ওভারকোট ; মাঠে পৌঁছেই তিনি সেটা গা থেকে খুলে ফেলেছেন।

খোলা জায়গাটার অপর প্রান্তে একটা উঁচু গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস জারিস্কি ; ঠিক হয়েছে ডাক্তারের দক্ষতা দেখাবার সময় যখন আসন্ন হবে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘড়িটাকে সেই গাছের গুঁড়িটার উপর রেখে দেওয়া হবে। গুঁড়িটার উপর ঘড়িটাকে বসিয়ে দেওয়ার সুযোগটা মহিলাটিকেই দেওয়া হয়েছে ; যে ভদ্রলোক তার আগমনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন তাদের দেখতে গিয়ে মহিলাটি যখন মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালেন তখনই আমি দেখতে পেলাম তার হাতের মধ্যে ঘড়িটা চকচক করছে। ঘড়ির কাটা দুটো পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, যদিও সেদিকে নজর দেবার মত সময় আমার ছিল না, কারণ তার দুটি চোখ তখন ছিল আমার চোখের উপর, আর আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন :

"তিনি যদি স্বমূর্তিতে না থাকেন তাহলে তাকে বিশ্বাস করা যায় না। তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, আর লক্ষ্য রাখুন তিনি যেন নিজের বা অন্যের কোন ক্ষতি না করেন। তার ডান হাতের কাছে থাকুন, আর তিনি যদি পিস্তলটাকে ঠিক মত চালাতে না পারেন তাহলে তাকে থামিয়ে দিন।"

আমি তাকে কথা দিলাম ; তিনিও ঘড়িটাকে গুঁড়ির উপর রেখে এগিয়ে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে ডান দিকের একটা সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ; তারপর একা একাই তার লম্বা, কালো আলখাল্লাটা শরীরে জড়িয়ে নিলেন। চারদিকের বরফে ঢাকা গাছ-গাছালির

www.BanglaBook.org

পরিবেশেও তার মুখে একটা ভৌতিক ফ্যাকাসে রং চকচক করছে ; সেটা লক্ষ্য করে আমার মন বলল, বর্তমান মুহূর্তটি এবং পাঁচটা বাজার যে মুহূর্তটিতে ডাক্তার তার পিস্তলের ঘোড়া টিপবেন এই দুইয়ের মাঝখানের মিনিটগুলি স্বল্পতর হোক।

ইন্সপেক্টর বললেন, "ডাঃ জার্ত্রিস্কি, এই পরীক্ষাটাকে আমরা পুরোপুরি ন্যায়নিষ্ঠ রাখার চেষ্টা করেছি। একটা ছোট ঘড়িকে সুবিধাজনক দূরত্বে রাখা হয়েছে ; সেটাকে লক্ষ্য করে আপনি একটা গুলি ছুঁড়তে পারবেন ; পাঁচটা বাজার সময় ঘড়িতে যে শব্দ হবে একমাত্র সেটাকে লক্ষ্য করেই আপনাকে গুলি ছুঁড়ে ঘড়িটার গায়ে লাগাতে হবে। এই ব্যবস্থায় আপনি খুশি তো ?"

"সম্পূর্ণ। আমার স্ত্রী কোথায় ?"

"মাঠের অপর প্রান্তে, যে গুঁড়িটার উপর ঘড়িটা রাখা হয়েছে তার থেকে দশ পা দূরে।"

তিনি মাথা নোয়ালেন ; তার মুখে খুশির ছাপ।

"আমি কি আশা করতে পারি যে ঘড়িটা শীঘ্রই বাজবে ?"

"পাঁচ মিনিটের চাইতেও অল্প সময়ের মধ্যেই বাজবে," উত্তর এল।

"তাহলে পিস্তলটা আমাকে দেওয়া হোক ; পিস্তলের আকার ও ওজনটা আমি বুঝে নিতে চাই।"

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম, তারপর তাকালাম মহিলার দিকে।

তিনি একটা অঙ্গভঙ্গী করলেন ; সেটা সম্মতিসূচক।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর পিস্তলটা তুলে দিলেন অন্ধ মানুষটির হাতে। তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল ডাক্তার অস্ত্রটিকে চিনেছেন, আর তিনি আমাদের যে সব কথা বলেছিলেন তার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের শেষ সন্দেহটাও দূর হয়ে গেল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই সময়টাতে আমি অন্ধ, আমার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি না," অজান্তেই কথাগুলি ডাক্তারের ঠোঁট থেকে বেরিয়ে পড়ল ; তারপরেই, এই শব্দগুলির প্রতিধ্বনি আমার কান থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই, ডাক্তার গলা খুলে যথেষ্ট শান্তভাবে কথা বললেন ; মনে রাখতে হবে, লোকে তাকে পাগল মনে করবে এই অপবাদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছেন।

"কেউ নড়বেন না। ঘড়ির প্রথম ঘণ্টাটা শোনবার জন্য আমার কান দুটোকে খোলা রাখতেই হবে।" পিস্তলটাকে তিনি নিজের সামনে তুলে ধরলেন।

তীব্র যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষা এবং গভীর, নিরবচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ্যে ভরা একটি মুহূর্ত। আমার চোখ দুটি তার উপরেই ন্যস্ত, অতএব ঘড়ির দিকে আমার চোখ ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে একটা দুর্দমনীয় আকাংখা জাগল এই সংকট-মুহূর্তে মিসেস জার্ত্রিস্কি কি করছেন সেটা একবার দেখব ; অতি দ্রুত তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলাম, তার দীর্ঘ দেহটা যেন একটা অসহ্য বেদনার আঘাতে এদিক-ওদিক দুলছে। তার চোখ দুটি ঘড়ির উপর, মনে হল ঘড়ির কাঁটা দুটো যেন

www.BanglaBook.org

ডায়ালের উপর শামুকের মত বুকে হেঁটে চলেছে ; এমন সময় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এবং মিনিটের কাটাটা পাঁচটা বাজার জায়গায় পেঁছিবার পুরো এক মিনিট আগে মহিলাটিকে একটু নড়তে দেখলাম, তার আলখাল্লার অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে একটি গোলাকার সাদা বস্তুর ঝিলিক ক্ষণিকের জন্য আমার চোখে পড়ল, আর তিনি ডাক্তারকে সতর্ক করে দিতে আর্তনাদ করে উঠবেন এমন সময় একটা ঘড়ির কর্কশ, দ্রুত শব্দ কুয়াসা-ঢাকা বাতাসে ধ্বনিত হল এবং তার পরেই এল পিস্তলের গুলির শব্দ ও তার আলোর ঝলক।

ভাঙা কাচের শব্দ, তারপরেই একটা চাপা চীৎকার আমাদের বলে দিল বুলেটটা লক্ষ্যভেদ করেছে, কিন্তু আমরা এগিয়ে যাবার আগেই, এবং বাতাসে যে ধোঁয়া উড়ে এসে পড়েছিল আমাদের চোখে সেটা সরে যাবার আগেই, আরও একটা শব্দ ভেসে এল ; তা শুনে আমাদের চুল খাড়া হয়ে উঠল এবং ভয়ে সব রক্ত আমাদের বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। অন্য একটা ঘড়ি বাজছে ; এবার আমরা যে ঘড়িটা দেখতে পেলাম সেটা গাছের গুঁড়ির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেভাবে মিসেস জারিস্কি সেটাকে বসিয়ে রেখেছিলেন।

তাহলে সেই ঘড়িটা কোথা থেকে এল যেটা সময়ের আগেই বেজেছিল এবং ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল ? চোখের একটি দ্রুত পলকই সেটাও আমাদের বলে দিল। ডান দিকে দশ পা দূরে পড়ে আছেন হেলেন জারিস্কি, তার পাশেই একটা ভাঙা ঘড়ি, আর তার বুকে বিদ্ধ হয়ে একটা বুলেট তার দুটি মধুর চোখ থেকে জীবনের রসধারাকে অতি দ্রুত শুষে নিচ্ছে।

ডাক্তারের চোখে এতই করুণ মিনতি ফুটে উঠেছিল যে সব কথা তাকে বলতেই হল ; সত্যটাকে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে যে আর্তনাদ তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল তা আমি কোন দিন ভুলব না। আমাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে সম্মুখে ছুটে গেলেন, এবং বুঝি কোন অলৌকিক প্রবৃত্তির টানেই স্ত্রীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

আর্তনাদ করে উঠলেন, "হেলেন ! এ কী করলে ? আমার দুটি হাতে কি রক্তের দাগ কিছু কম লেগেছিল যে তোমার মৃত্যুর জন্যও আমাকেই দায়ী করে গেলে ?"

মহিলার চোখদুটি বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি নিজেই চোখ মেললেন। স্বামীর যন্ত্রণাদীর্ণ মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন :

"তুমি তো আমাকে খুন কর নি, খুন করেছে তোমার অপরাধ। মিঃ হ্যাজরুকের খুনের ব্যাপারে তুমি যদি নির্দোষ হতে তাহলে তোমার বুলেট আমার বুকের নাগাল পেত না। সেই ভাল মানুষটিকে তুমিই খুন করেছিলে সেটা প্রমাণ হবার পরেও আমি বেঁচে থাকব তাই কি তুমি ভেবেছিলে ?"

"আমি—আমি তো না বুঝেই সেটা করেছিলাম। আমি—"

ভয়ংকর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি আদেশের সুরে বললেন, "চুপ কর ! আরও একটা উদ্দেশ্য আমার ছিল। দরকার হলে আমার জীবন দিয়েও আমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে আমি তোমাকে ভালবাসতাম, চিরদিন তোমাকেই ভালবেসেছি, অন্য—"

www.BanglaBook.org

এবার তাকে চুপ করানোর পালা ডাক্তারের। তার হাতটা ধীরে ধীরে মহিলার ঠোঁটের উপর উঠে গেল, আর তার হতাশ মুখটা অন্ধের মতই আমাদের দিকে ফেরানো।

তিনি চীৎকার করে বললেন, "চলে যান! আমাদের একা থাকতে দিন! আমার মুমূর্ষু স্ত্রীর কাছ থেকে আমাকে শেষ বিদায় নিতে দিন—সেখানে থাকবে না কোন শ্রোতা, কোন দর্শক।"

আমার পাশেই চিকিৎসকটি দাঁড়িয়ে ছিলেন; তার চোখের দিকে তাকিয়ে কোন আশা দেখতে না পেয়ে আমি ধীরে ধীরে পিছনে সরে গেলাম। অন্য সকলেই সরে গেল। ডাক্তার একাই থাকলেন তার স্ত্রীর কাছে। অনেকটা দূরে থেকে দেখলাম, মহিলার দুটি হাত স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরেছে, তার মাথাটা একান্ত বিশ্বাসে হেলে পড়েছে স্বামীর বুকের মধ্যে। তারপর দুজনকে ঘিরে নেমে এল নীরবতা, নীরবতা নামল সারা প্রকৃতির বুকে, গোধূলির অন্ধকার ঘনতর হতে লাগল, একসময় মাথার উপরকার আকাশ থেকে মুছে গেল শেষ আলোর আভাষ, মুছে গেল পত্রহীন গাছপালার উপর থেকেও যারা বাইরের জগতের কাছ থেকে ঘিরে রাখল এই শোকাবহ ঘটনাটিকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আলোড়ন দেখা দিল; স্ত্রীর মৃতদেহকে বুকের মধ্যে নিয়ে ডাঃ জাব্রিস্কি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, এমন উচ্ছ্বাসে আপ্লুত মুখে আমাদের মুখোমুখি হলেন যে তাকে দেখে অন্য মানুষ বলে মনে হল।

বললেন, "আমি একে নৌকোতে নিয়ে যাব। আর কারও হাত একে স্পর্শ করবে না। সে যে ছিল আমার বিশ্বস্ত স্ত্রী, একান্তভাবেই আমার স্ত্রী!" বলতে বলতেই মর্যাদায় ও আবেগে তিনি এতই ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন যে মুহূর্তের জন্য তিনি এক নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন; আমরা ভুলেই গেলাম যে এইমাত্র তিনিই প্রমাণ করেছেন যে নিজের হাতে ঠাণ্ডা মাথায় একটা ভয়ংকর অপরাধ তিনি করেছেন।

* * * *

আবার যখন আমরা নৌকোয় এসে বসলাম তখন আকাশে অনেক তারা ঝিকমিক করছে; আর আমাদের নদী পার হয়ে জার্সিতে যাবার দৃশ্যটা যদি মনে দাগ কেটে থাকে, তাহলে আমাদের ফেরার দৃশ্যটাকে কি বলে বর্ণনা করব?

ডাক্তার আগের মতই গলুইতে বসেছেন একটি ভয়াবহ মূর্তির মত; তার উপর ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের শুভ্র আলো; মনে হচ্ছে, সেই শুভ্র আলো যেন চারদিকে অন্ধকারের ভিতর থেকে তার মুখখানাকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে একটি জমাট-বাঁধা গ্রাসের মূর্তির মত। নিজের বুকের উপর স্ত্রীর মৃতদেহটিকে ধরে আছেন; মাঝে মাঝেই মাথাটাকে নীচু করছেন, বুঝি তার নিশ্চল ঠোঁটে জীবনের কোন স্পন্দন শোনা যায় কিনা সেই আশাতেই বারে বারে কান পাতছেন। মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়াচ্ছেন চোখে-মুখে হতাশার ছাপ নিয়ে, আবার নতুন আশায় সামনে ঝুঁকে পড়ছেন নতুন করে হতাশার শিকার হতে।

ইন্সপেক্টর ও সঙ্গী চিকিৎসকটি বসেছেন সামনের গলুইতে, আর আমাকে দেওয়া হয়েছে

www.BanglaBook.org

ডাক্তারের উপর নজর রাখার বিশেষ কর্তব্যটি। তার সম্মুখে একটা নীচু আসনে বসে আমি সেই কাজটি করে চলেছি। আমি তার এত কাছে আছি যে তার কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসও আমার কানে আসছে; আমার অন্তরটা আতংকেও সমবেদনায় ভরে উঠলে ও তার দিকে ঝুঁকে নীচের কথাগুলি না বলে পারলাম না:

"ডাঃ জাব্রিস্কি আপনার অপরাধের রহস্যটা এখন আর আমার কাছে কোন রহস্যই নয়। ভাল করে শুনুন আর বুঝতে চেষ্টা করুন আপনার প্রলোভনটা আমি ঠিক মত বুঝতে পেরেছি কি না, আর কেমন করেই বা একজন বিবেকবান ও ঈশ্বর-ভীরু লোক হয়েও একজন নির্দোষ প্রতিবেশীকে আপনি খুন করে বসলেন।

"আপনার জনৈক বন্ধু, তিনি নিজের সেই পরিচয়ই দিয়ে থাকেন, দীর্ঘদিন ধরে আপনার কানে এমন সব কাহিনী ঢুকিয়েছেন যার ফলে আপনার মনে জেগেছে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ এবং অপর একজনের —তার নাম বলব না—প্রতি ঈর্ষা। আপনি জানতেন এই লোকটির বিরুদ্ধে আপনার বন্ধুর একটা ক্ষোভ ছিল, তাই অনেকদিন পর্যন্ত তার প্ররোচনায় আপনি কান দেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার স্ত্রীর আচরণে ও কথাবার্তায় কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ায় আপনার মনেও সন্দেহ জাগল, এবং আপনি সন্দেহ করতে শুরু করলেন এতকাল যা কিছু কানে এসেছে সবই কি মিথ্যা, আর নিজের যে অন্ধত্ব আপনাকে কিছুটা অসহায় করে রেখেছে তার ঘাড়েই সব দোষ চাপাতে লাগলেন। সেই ঈর্ষা-জ্বর বাড়তে বাড়তে উঁচুতে উঠে গেল, আর ঠিক সেই সময় এক রাতে—একটি স্মরণীয় রাত— সেই বন্ধু এমন একটা সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন যখন আপনি শহর ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন, আর বন্ধুটির নিষ্ঠুর কৌশলে আপনার কানে কানে বললেন—যে মানুষটিকে আপনি ঘৃণা করেন সে তখনও আপনার স্ত্রীর সঙ্গেই আছে, আর আপনি যদি তখনই বাড়ি ফিরে যান তাহলে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তাকেও সেখানেই পাবেন।

"যে শয়তানটি ভাল-মন্দ সব মানুষের মনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, সে তখনই আপনাকে একেবারে পেয়ে বসল, আর আপনিও সেই নকল বন্ধুকে বললেন যে একটা পিস্তল না নিয়ে আপনি ফিরবেন না। তখন বন্ধু প্রস্তাব করল আপনাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং তার নিজের পিস্তলটা আপনাকে দেবে। আপনি রাজী হয়ে গেলেন, এবং মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে আপনার চাকরকে পুঘ্‌কিপ্‌সিতে পাঠিয়ে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠে বসলেন।

"আপনি বলছেন পিস্তলটা আপনি কিনেছেন, হয়তো তাই ঠিক, কিন্তু সেটা পকেটে করেই আপনি তার বাড়ি থেকে বের হলেন, এবং হেঁটেই বাড়ি ফিরলেন; আবাসনে যখন পেঁছিলেন তখন মধ্যরাত্রি আসন্ন।

"সাধারণত নিজের বাড়ির দরজা চিনতে আপনার অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু মনটা উত্তপ্ত থাকার জন্য একটু জোরেই হেঁটেছেন এবং নিজের বাড়িটা পার হয়ে একটা দরজা পরে মিঃ হ্যাজব্রুকের দরজায় গিয়ে থামেন। যেহেতু সবগুলি বাড়ির ঢুকবার ফটকটা একই রকমের,

www.BanglaBook.org

আপনি যে নিজের বাড়ির দরজাতেই পেঁীছেছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায়ও একটাই, আর সেটা দরজার পাশে লাগানো ডাক্তারের নাম-ফলকটা চিনে নেওয়া। কিন্তু সে চিন্তাটা আপনার মাথায়ই আসে নি। প্রতিহিংসা সাধনের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকায় আপনার একমাত্র চিন্তাই ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে ঢোকা। রাত-চাবিটা বের করে আপনি তালায় ঢোকালেন। চাবিটা লাগল ঠিকই, কিন্তু সেটা ঘোরাতে গায়ের জোর দরকার হল, আর জোরটা এতই বেশী লাগল যে চাবিটা বেঁকে গিয়ে পাকিয়ে গেল। অন্য সময় হলে এই ঘটনাটাও আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করত, কিন্তু এই মুহূর্তে তাও হল না। কোনরকমে বাড়িতে ঢুকলেন, কিন্তু তখন আপনি এত বেশী উত্তেজিত ছিলেন যে কিভাবে সেটা ঘটল তাও খেয়াল করলেন না, অথবা দুটো বাড়ির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতেই পরিবেশ এবং আসবাবপত্রের যে পার্থক্য থাকার কথা সেটাও আপনার চোখে পড়ল না—এমনি সব ছোটখাট ব্যাপার যা অন্য সময় আপনার চোখে পড়তই এবং দোতলায় উঠে যাবার আগে আপনি অবশ্যই একবার থামতেন।

"সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই আপনি পিস্তলটা বের করলেন এবং যতক্ষণ সামনের ঘরের দরজায় পেঁছিলেন ততক্ষণে সেটাতে গুলি ভরে হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরেছেন। কারণ নিজে অন্ধ হবার জন্য আপনার ভয় ছিল শিকার পালিয়ে যেতে পারে, আর তাই গুলি করার আগে একটি মানুষের গলার শব্দ শোনা ছাড়া অপেক্ষা করার আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বাড়ির মধ্যে হঠাৎ কোন লোক ঢোকার শব্দে জেগে উঠে হতভাগ্য মিঃ হ্যাজব্রুক বিস্ময়ে একটা সোরগোল তুলে এগিয়ে আসতেই আপনি পিস্তলের ঘোড়া টিপলেন, বেচারি সেখানেই মারা গেল। তিনি এইভাবে মারা যাবার ঠিক পরেই তার গলার স্বর চিনতে পেরেই হোক, অথবা আশপাশের কোন কিছুতে হাতের ছোঁয়া লেগেই হোক আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে আপনি ভুল বাড়িতে ঢুকেছেন এবং ভুল লোককে খুন করেছেন; কারণ তীব্র অনুশোচনায় আপনি তখন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'ঈশ্বর! এ আমি কী করলাম!' এবং তারপরেই নিহত লোকটির দিকে না এগিয়ে আপনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।

"সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজাটা বন্ধ করে রেখে সকলের অগোচরে আত্মস্থ হয়ে আপনি সে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু এইখানে দুটো জিনিসের দ্বারা আপনার পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। প্রথম, সেই পিস্তল যেটা তখনও আপনার হাতেই ছিল, আর দ্বিতীয়, সেই চাবি যার সাহায্যে আপনাকে নিজের বাড়িতে ঢুকতে হবে অথচ সেটি বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করেছে যে আপনার কোন কাজেই যে লাগবে না সেটাও আপনি বুঝতে পেরেছিলেন। এই জরুরী পরিস্থিতিতে আপনি কি করলেন? সে গল্পটা আপনি আগেই আমাদের বলেছেন, যদিও সেই সময় সেটাকে এতই অবাস্তব মনে হয়েছিল যে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ তা বিশ্বাস করে নি। পিস্তলটাকে আপনি রাস্তা বরাবর অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আর সেই রাস্তা থেকেই—অনেক বিরল যোগাযোগের ঘটনাই তো পৃথিবীতে কখনও কখনও ঘটে—সেটাকে কুড়িয়ে নিল অল্প-

www.BanglaBook.org

বিস্তর সন্দেহজনক চরিত্রের একটি মানুষ। দরজাটা যত বিঘ্নকর হবে বলে আপনি ভেবেছিলেন আসলে তা হল না ; কারণ আপনি যখন আবার সেই দরজায় গিয়ে পেঁছিলেন তখন আপনি দেখলেন—আমি যদি খুব বেশী ভুল না করে থাকি—যে দরজাটা সপাটে খুলে আছে। আমাদের যতদূর বিশ্বাস, দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিল এমন একটি লোক যে কয়েক মিনিট আগেই এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে নিতান্তই অসংযত অবস্থায়। আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল হ্যাজরুকে পরিবারের সকলেই যখন সে রাতের মত শুতে চলে গিয়েছিলেন তখন আপনি সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন কেমন করে, তার জবাবটা কিন্তু আপনি এই ঘটনার সূত্রেই পেয়েছিলেন।

"এই যোগাযোগ দেখে বিস্মিত হলেও এর ফলেই যে আপনি বেঁচে গেলেন তাতে খুশি হয়েই আপনি ভিতরে ঢুকে সোজা উঠে গেলেন আপনার স্ত্রীর কাছে ; আর তখন তার মুখ থেকেই, মিসেস হ্যাজরুকের মুখ থেকে নয়, সেই চীৎকারটি বেরিয়ে এসেছিল যা শুনে আশপাশের লোকজন চমকে জেগে উঠেছিল এবং এক মুহূর্তকাল পরে পাশের বাড়ি থেকে যে শোকাবহ কথাগুলি ঘোষণা করা হয়েছিল তার জন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মনকে তৈরী করেই রেখেছিল।

"কিন্তু যে মহিলা এই চীৎকারটি করেছিলেন তিনি কোন ট্র্যাজিডির খবরই জানতেন না, একমাত্র যে ট্র্যাজিডিটা তার নিজের বুকের মধ্যে ঘটেছিল সেটি ছাড়া। সবেমাত্র একটি নীচ, ভীরু পাণিপ্রার্থীকে তিনি হটিয়েছেন ; তারপরেই এক দুর্বোধ্য আতংক ও উত্তেজনায় বিহ্বল অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে পড়েন ; তিনি আপনাকে ভূত বলেই ধরে নেন, অথবা, তার চাইতেও খারাপ, ভাবতে থাকেন যে আপনি প্রতিশোধ নিতেই এসেছেন ; যাকে আপনি খুন করতে চেয়েছিলেন তাকে খুন করতে পারেন নি, করেছেন এমন একজনকে যাকে আপনি শ্রদ্ধা করতেন ; তবু মহিলাটির কোন বিস্ময়ই আপনাকে নিজের প্রতি বিশ্বাসহন্তা হতে প্ররোচিত করতে পারে নি। পরিবর্তে আপনি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন ; এমন কি রেলওয়ে স্টেশনে নিজের অল্পের জন্য বেঁচে যাবার যে বিবরণ তাকে দিলেন তার ভিতর দিয়েই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন কতখানি উত্তেজনায় আপনি ভুগছিলেন ; এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে একটা বিপদসূচক হট্টগোল ভেসে আসায় মহিলাটির মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং আপনার ও তার চিন্তা ভিন্ন খাতে চলতে থাকে। তারপর এক সময় আপনার বিবেক পুরোপুরি জাগ্রত হল, স্বীয় কর্মের ভয়াবহতা আপনার সংবেদনশীল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল, আর তার ফলে আপনি গর গর করে এমন সব অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করতে শুরু করলেন যে তিনি নিজে এবং পুলিশ দুজনই ভেবে বসলেন যে আপনার মাথার গোলমাল হয়েছে। পুরুষ হিসাবে আপনার অহংকার এবং নারী হিসাবে তার প্রতি আপনার সুবিবেচনাই আপনাকে নীরব করে রাখল, কিন্তু আপনার বুকের ভিতরটাকে কুড়ে কুড়ে খাওয়া থেকে সেই পোকাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

"ডাঃ জাব্রিস্কি, আমার অনুমান কি যথার্থ নয়, আর এটাই কি আপনার অপরাধের সত্যিকারের ব্যাখ্যা নয় ?"

www.BanglaBook.org

একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি মুখটা তুললেন।

বললেন, "চুপ! আপনি ওকে জাগিয়ে তুলবেন। বড় শান্তিতে ও ঘুমিয়ে পড়েছে! আমি চাইনা যে এখনই ও জেগে উঠুক, ও বড় ক্লান্ত, আর আমি—আমিও তো তার উপর যথাযথ নজর রাখতে পারি নি।"

তার ভঙ্গী, তার দৃষ্টি, তার কণ্ঠস্বরে ভীত হয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম, কয়েক মিনিট ধরে দাঁড়ের ছপ্-ছপ্ শব্দ আর জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপর অতি দ্রুতে কে যেন উঠে দাঁড়াল। কালো, লম্বা ও ভয়ংকর একটা কিছু আমার সম্মুখেই দুলতে লাগল, এবং আমি কিছু বলবার অথবা এগিয়ে যাবার আগেই, এমন কি দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে বসাবার আগেই, আমার সামনের আসনটি শূন্য হয়ে গেল, এক মুহূর্ত আগেও যেখানে বসেছিল স্ফিনক্সের মত খাড়া ও অনড় একটি ভয়ংকর মূর্তি অন্ধকার এসে সে জায়গাটাকে ঢেকে দিল।

যৎকিঞ্চিৎ চাঁদের আলো যা ছিল তাতে কেবল দেখতে পেলাম কয়েকটি বুদ্বুদ উঠে সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করে দিচ্ছে যেখানে একটি ভাগ্যহত মানুষ তার ভালবাসার বোঝাটিকে বুকে নিয়ে জলের নীচে তলিয়ে গেছে। তাকে আমরা বাঁচাতে পারি নি। জলের বৃত্তগুলি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল, জোয়ারের টান আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে, আর আমাদের চোখের সামনেই হারিয়ে গেল সেই জায়গাটি পৃথিবীর একটি করুণতম ট্র্যাজিডির যা ছিল একতম সাক্ষী।

মৃতদেহ দুটি কোন দিন পাওয়া যায় নি। স্বীয় অধিকার বলেই পুলিশ সেই সত্য ঘটনা-গুলিকে জনসাধারণের কাছ থেকে চেপে রাখল প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে যা একটি ভয়াবহ স্মৃতি হয়েই রইল। জলময় হয়ে মৃত্যুর একটি রায়ই সব প্রশ্নের মীমাংশা করে দিল, আর একটি ভাগ্যহীন দম্পতির স্মৃতিকে অকারণ কুৎসার কলংক-স্পর্শ থেকে রক্ষা করল। ঘটনা-চক্র যে দুটি প্রাণীকে এত গভীর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করেছিল তাদের জন্য অন্তত এইটুকু আমরা করতে পেরেছিলাম।